সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়।

সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়।

চুঁচুড়া হইতে
শ্রীরমেন্দ্রমোহন শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY B. H. PAUL at the
HINDU DHARMA PRESS.
70 Aheereetola Street, Calcutta.

প্রকাশকোক্তি।

কলিকাতা নিবাসী "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল ভূতি দেয়মল্লিক মহাশয়ের গ্রন্থোক্ত কোন কোন বিষয়ে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার যে সকল পত্র লেখালেখি হয়, সেই গুলির মূল ও প্রতিলিপি এবং চুঁচুড়া নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর বি, এল, মহাশয়ের প্রণীত "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" সম্বন্ধে পিতৃদেব যে অভিমত দেন, তাহার প্রতিলিপি এই গ্রন্থের আদর্শ। সাধারণের বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ মহাশয়দের হিতার্থ সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম।

চুঁচুড়া, সন ১৩১১ সাল।
৫ই ফাল্গুন।

শ্রীরমেন্দ্রমোহন শীল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠায়	পংক্তিতে	অশুদ্ধি	শোধন
৪	৬	কুলের	বিরুদের
৬	১	শ্যাম	শ্যাম

প্রিয়তম

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল ভূতি দেয়মল্লিক

মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার পুস্তক "সুবর্ণবণিক্" এবং তৎসঙ্গে সন ১৩০৯, ৩০শে আষাঢ়ের মুদ্রিত পত্র, যাহা আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। আপনাকে ধন্যবাদ! পুস্তকখানি বড় সুন্দর হইয়াছে, উহাতে বহু অনুসন্ধানের ফল, পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা দৃষ্ট হইল। পুস্তকোক্ত কয়েকটী বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৫ দিন অশৌচের বিধেয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য এই,—শাস্ত্র অপেক্ষা ব্যবহার বা দেশাচার বলবান্। ভারতের কুত্রাপি বণিক্ জাতির ১৫ দিন অশৌচ চলিত নাই। বণিক্ জাতি বৈশ্যশ্রেষ্ঠ। সাধারণ বৈশ্য ও ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের পক্ষে জননে ও মরণে ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণীয়। বণিক্ জাতির ঐরূপ অশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। "শ্রীশিবভূতির পত্র" নামক পুস্তিকায় দেখাইয়াছি, পুরাকালে সুবর্ণ বণিক্‌দের ত্রয়োদশ দিনে অশৌচের অন্ত হইত এবং উহা প্রাচীন স্মৃতি গৌতমসংহিতা সম্মত, তাহাও দেখাইয়াছি। গৌতমসংহিতার বিধানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উচিত, তাহাও "সুবর্ণবণিক্-বৈশ্য-সভা"র কার্য্য বিবরণে ঐ সভায় আমার যে অভিভাষণ উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখাইয়াছি। বণিজানীদের উপপদ ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই—কার্য্যকালে নামের অন্তে দাসী উপপদের ব্যবহার আধুনিক—প্রাচীনকালে দেবী উপপদের

ব্যবহার ছিল। বরাহপুরাণ ১৭০ অধ্যায়ে দেখুন, বৈশ্য বসুকর্ণ, স্বীয় ভার্য্যা সুশীলাকে দেবি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন—

জগাদোচ্চৈঃ প্রিয়াং দেবি ভদ্রং জাতো মনোরথঃ।
মমাপ্যেতন্মতং দেবি যদুক্তমৃষিণা ভতঃ ॥

বসুকর্ণের পুত্র গোকর্ণ ১৭২ ও ১৭৩ অধ্যায়ে বণিক্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন—ইনি বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন।

জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ধারানগরের ধন নামক বণিকের পত্নীর নাম ছিল, **ধনদেবী**। "উপদেশমালা"য় উকেশ (ওসবাল) বংশীয় ধনপালের পত্নীর নাম **শুংধলদেবী,** ও ঋষভনাথ চরিত্রে খণ্ডেল বালান্বয়ে * ডালমদে (বী) নাম পাওয়া যায়। নানাশাস্ত্র-কর্ত্তা ও ধর্ম্মপ্রচারক হেমচন্দ্র † যাঁহার কোষশাস্ত্র অভিধান চিন্তামণি এদেশে প্রসিদ্ধ, তাঁহার মাতার নাম **পাহিনী দেবী**। ওসবাল প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিক্ মহিলাদের দেব্যন্ত ও দে অন্ত নাম সকল শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে খোদিত শিলা-লিপিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; যথা—বাছলদেবিকা, লিংগদেবী, বল্লাদেবী, সুষমাদেবী, সুহব দে (বী), শিরিয় দে, গুজর দে, বাই হাসল দে, বাই দেৰল দে, বাই জসমা দে, রাজল দে, নবরঙ্গ দে ইত্যাদি। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী অগ্রবাল বণিক্ মহিলাদের নামান্তে বিবাহ, পুণ্যদান প্রভৃতি কার্য্যে দেবী শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অন্যত্রও কি জৈন, কি বৈষ্ণব বণিক্‌দের মধ্যে দেবী শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এখানে দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি কাগজ পত্রে বণিক্ ললনাদের দেব্যন্ত নামের ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে পুনঃ প্রচলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শর্ম্মবদাদি নামের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই,—ঐ সকল প্রমাণের অনুসারে নাম রক্ষার ব্যবহার অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে প্রচলিত হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের কুমারদের, সুশর্ম্মা, শুভশর্ম্মা প্রভৃতি নাম

---

* মথুরা মণ্ডলে খণ্ডেলবাল নামক বণিক্ আছেন।

† একখানি জৈন গ্রন্থে হেমচন্দ্র "বৈশ্য" বলিয়া এবং গ্রন্থান্তরে তাঁহার পিতা ও মাতা "বনিয" (বণিক্) জাতি ছিলেন বলিয়া কথিত আছেন। হেমচন্দ্র ১১৪৫ সংবতে পাটলীপুত্র নগরে জন্মগ্রহণ করেন। (বঙ্গদর্শন ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃ, এবং Jour. Bombay Branch Royal Asi. Soc. 1894. p. 10. দ্রষ্টব্য।

রাখেন না—তাঁহারা কার্য্যকালে এবং অন্য কোন কোন সময়ে শর্ম্মন্, দেবশর্ম্মন্ উপপদকে স্ব স্ব নামের অন্তে বসাইয়া দেন। পাশ্চাত্য কোন কোন বণিক্‌দের মধ্যে ভূতি উপাধি আছে এবং আগরবাল বাণিয়াগণ কার্য্যকালে গুপ্ত উপপদের ব্যবহার করেন। ঐরূপ উপপদগুলি পুরাকালে নামের উত্তরাংশ ছিল, যেমন—ইযুভূতি, বসুভূতি, কাণভূতি, অমোঘভূতি; বিষ্ণুগুপ্ত (ইনি চাণক্য পণ্ডিত), মহারাজা শ্রীগুপ্ত, মহারাজা কুমারগুপ্ত, শুঙ্গ রাজা রুদ্রগুপ্ত; ইহাঁরা বৈশ্য ছিলেন কি? বণিকের গুপ্তান্ত নাম যে ছিল না, তাহা নয়। সম্রাট অশোকের গুরুর নাম উপগুপ্ত—ইনি মথুরার এক বণিকের পুত্র ছিলেন। কথাসরিৎসাগরে সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মগুপ্ত প্রভৃতি বণিক্ নাম পাওয়া যায়। রামদত্ত, শিবদত্ত, দেবীদিন্,* সূর্য্যদিন্ প্রভৃতি নাম, একালে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দেখা যায়। আপনার প্রস্তাবিত ধনান্ত নাম করিতে হইলে, সুধন, বহুধন, ভূরিধন, অক্ষয়বসু, অনন্তবসু প্রভৃতি নাম রাখিতে হয়; কিন্তু কোন বণিক্ আপন সন্তানাদির ঐরূপ নাম রাখিতে সম্মত হইবেন না। পাশ্চাত্য কোন কোন বণিক্‌গণ, ক্রিয়াকালে কোনও উপপদের ব্যবহার করেন না। আমি বিবেচনা করি, বণিক্‌দের মধ্যে যাঁহার যে উপাধি বা উপপদ আছে, ক্রিয়াকালে তাহাই উচ্চারিত হউক—নূতন উপপদের আবশ্যক নাই। যদি একান্তই উপপদের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দেববণিক্ এই উপপদের ব্যবহার করা যাইতে পারে, ভূতি উপপদের ব্যবহার চলিত করা ভাল লাগে না।

আপনি "দেয়" উপাধিকে ধনলক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা দা ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ নয়, উহা দিব্ ধাতু নিষ্পন্ন দেব শব্দের বাঙ্গালা রূপ বিশেষ। দেও ও দেয় অভিন্ন।

আপনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমি মনে করিয়াছিলাম—বোম্বাই অঞ্চলে প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মুদ্রিত হইয়া থাকিবে, তাহাতেই ঐ দেশ হইতে একখানি গ্রন্থ আনাইয়াছিলাম। ইহা সচিত্র, পুঁথির আকারে মুম্বয়ী (বম্বে) নগরে মুদ্রিত; মূল্য ১০৲ টাকা, ডাকমাশুল ২৲। পুস্তক আসিলে দেখিয়া বুঝিলাম, প্রতারিত হইয়াছি। যদৃষ্টে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, সেই আদর্শ

---

* সংস্কৃত দত্ত, পালিভাষায় দিন্ন এবং হিন্দিতে দিন্ হয়।

নিশ্চয়ই বাঙ্গালা দেশ হইতে নীত হইয়াছিল। এই পুরাণের বয়ঃক্রম ৩০০ বৎসরের অধিক নহে। মিঃ Growse C. S. বলেন—জনবাদ অনুসারে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গোকুলের এক গোসাঞিএর রচিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বয়স কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১২৫ বৎসর। এই পুরাণ দুইখানিও উহাদের ন্যায় পরাশর পদ্ধতি প্রভৃতি কৃত্রিম গ্রন্থের বচনের কোন মূল্য নাই।

আপনি সুবর্ণবণিকদের "কাঁটারমল্ল" খ্যাতিবন্ধ বা কুলের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার প্রকৃত বানান "কাটারমল্ল", * আর ৬৩ পৃষ্ঠায়—"যোনি পোষণানি" এই পদের অনুবাদে স্বগোষ্ঠী প্রতিপালন লিখিয়াছেন। বিবেচনা হয়, উহার অর্থ, মণিমাণিক্যাদি রত্নজ ও সুবর্ণরৌপ্য প্রভৃতি ধাতুজ খনির ধারণ অর্থাৎ রত্নাদির উদ্ধার, পরিষ্করণ, পরীক্ষণ বিক্রয়াদি। আর ১৪ পৃষ্ঠায় "জয়পতি চন্দ্রের বংশোদ্ভব দর্পনারায়ণ চন্দ্রের পুত্র অজর বা অমরচন্দ্র" ও ২২৫ পৃষ্ঠায় আবার "অজরচন্দ্রের" এইরূপ লিখিয়াছেন। আমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছি,

---

* গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তকে——

শূলপাণি দত্ত সঙ্গে বৈশ্য পঞ্চ গুণান্বিতঃ।
শ্রীধর কমলাকান্ত মাধব কিরণ গুণা।
দিবাকর তথা দাস বৈশ্য পঞ্চ গুণান্বিত।
শ্রীধর খ্যাতিবন্ধ কাটারমল্ল স উচ্যতে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মদনপাল কৃত মদনবিনোদ নির্ঘংটু পুঁথির সমাপ্তি বাক্যে কটারমল্ল শব্দ আছে——

টীকান্বয়ে মহতি ভূমিভুজাং বিশুদ্ধে
কচ্ছেতি নাম নগরং জয়তি প্রসিদ্ধং।
যদ্বেধসা বিহিত ম্যাদরতঃ স্বসৃষ্টে
কৃৎকৃষ্টতাতিশয় পুংজ দিদৃক্ষয়েব ॥ ৯০ ॥

তত্র রত্নপালঃ সমজনি । ৯১ । তস্মাদ্রতপালঃ তস্মাচ্চ হরিশ্চংদ্রো জাতঃ। ৯২।৯৩।৯৪।৯৫ ।

অজনি সহজপাল স্তস্য পূর্ব্বস্তনূজঃ। ৯৬।
যোগজ্ঞো মুখতিলকঃ কটারমল্ল
স্তেন শ্রীমদন নৃপেণ নির্মিতে হি।
গ্রংথেস্মিন্মদন বিনোদনাম্নিপূর্ণো
বর্গোহয়ং গুণগণমিত্রং মিশ্রকোযং। ৯৭।

ইতি শ্রীমদনপাল বিরচিত মদনবিনোদনাম্নি নির্ঘংটৌ মিশ্রবর্গস্ত্রয়োদশঃপূর্ণঃ ॥

(Bhandarkar's List 1893.)

কটারমল্ল ও কাটারমল্ল অভিন্ন শব্দ।

অজরচন্দ্র নামক কোন বণিক্ যজ্ঞ করেন নাই। যাঁহাকে ঐ নামে নামিত করিয়াছেন, তিনি রাজা অমরাক্ষ মল্লিক আজার খাঁ। ইনি দর্পনারায়ণ মল্লিকের পুত্র ছিলেন, দর্পনারায়ণ চন্দ্রের পুত্র নহেন। বণিক্‌গণ, অমরাক্ষ মল্লিকের সেবা সৎকারে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করেন। ২৩১ পৃষ্ঠায় "আজার খাঁ" এক বণিকের নাম এইভাবে লিখিয়া তাঁহার খ্যাতি চন্দ্র, খ্যাতিবন্দ রোহিতাগিরি, পূর্ব্বপুরুষ জয়পতি চন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক। ঐ ঐ স্থানে যথাক্রমে এইরূপ হইবে—নাম অমরাক্ষ, খ্যাতি মল্লিক, খ্যাতিবন্দ রজনীকর, পূর্ব্বপুরুষ বাণেশ্বর মল্লিক।

আপনি রাঢ়ীয় সুবর্ণবণিক্‌দের কর্জ্জনা সমাজের নাম করিয়াছেন, আর আর সমাজের নাম করেন নাই। সপ্তগ্রাম সমাজকে যত আধুনিক মনে করেন, বাস্তবিক তাহা তত আধুনিক নহে। রাজা অমরাক্ষের যজ্ঞের প্রাক্‌কালে রাঢ় দেশে সুবর্ণবণিক্‌দের ৬ টি সমাজ ছিল। গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তকে—

"প্রথমং বিহরণং গ্রামং সপ্তগ্রামং দ্বিতীয়কং।
তৃতীয়ে বর্দ্ধমানশ্চ নবগ্রাম চতুর্থকং॥
আজাপুর মহাগ্রাম বণিকস্থান পঞ্চমং।
ক্রমেণ কথিতং স্থানং ষষ্ঠে চ কর্জনাপুরঃ॥
ইতি নিরূপিতং স্থানং সমাজং সর্ব্বসম্মতং।
অত্র স্থানে ক্রমে চৈব কুর্য্যাৎ আমন্ত্রণং কৃতী।
সর্ব্ব আমন্ত্রণং সিদ্ধং সর্ব্বে নিরূপিতং পুরা॥"

৪২ খানি গ্রাম লইয়া ঐ ছয় সমাজ ছিল। প্রায় সকল গ্রামগুলির নাম আপনার গ্রন্থের তালিকায় পাওয়া যায়। রাজা অমরাক্ষ মল্লিকের যজ্ঞকাল হইতে বিহরণের পরিবর্ত্তে কর্জ্জনা অগ্রগণ্য ও প্রধান সমাজ হইয়াছিল। আপনার কৌতূহল নিবারণার্থ "সভা বন্দনা" পুঁথি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রথমে বন্দহ কৃষ্ণ নন্দের তনয়। ভারতী পদারবিন্দে করিয়া প্রণয়॥
চিরকাল আছিল আমার মনে লোভা। ধরণী লোটায়্যা বন্দো শতেকের সভা॥
সুধর্ম্ম * সমান শোভে অদ্ভুত শোভন। দরশনে পাপ খণ্ডে সুখ হয় মন॥

---

* সুধর্ম্ম—ইন্দ্রের সভার নাম সুধর্ম্ম।

ঈশ্বর আশ্রয় সভে ভক্তি অনুরাগ। মাল্য তিলক কণ্ঠি এই শ্যাম দাগ ॥
রসিক করুণাময় সভে সত্যহেতু। ইহ পর তারক শতেক পুণ্যসেতু ॥
শতেক ঠাকুর সর্ব্ব জ্ঞাতি মহারাজা। ভাগ্যবন্ত হইলে করে শতেকের পূজা ॥
জাতিকুলের দায়ক জ্ঞাতি সভাখণ্ড। জ্ঞাতির সদৃশ নহে ধারী ছত্রদণ্ড ॥
উৎসবে করিয়া নীচ নীচ উচ্চ হয়। জাতিকুলের বিধাতা শতেক মহাশয় ॥
শতেকের পদধূলি পড়ে যার ঘরে। তাহার কতেক ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥
যথাই শতেক তথা ঈশ্বর আরাধন। শতেকের ঈশ্বরতুল্য পূজে পুণ্যবান্ ॥
আমি শিশু অল্পবুদ্ধি কিবা অনুভব। তথাচ মনেতে বড় বাড়িল উৎসব ॥
মনের আস্বাদে কহি পয়ার রচিয়া। শতেকের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া ॥
মহাবুদ্ধিমন্ত সভে সমূহ মহিমা। জ্ঞানসিদ্ধময় সভে কি দিব উপমা ॥
জ্ঞাতির শতেক পদে করি পরিহার। অবধান কর কিছু নিবেদিব আর ॥
কৃতি কৃতার্থের হেতু শতেক অধিষ্ঠান। আজ্ঞা হেতু নিবেদিব গুবাকের স্থান ॥
বিরল প্রধান স্থান সর্ব্ব আগে গণ্য। মহাস্থানে বলি গুয়া আগে যার মান্য ॥
হউক আদেশ শতেক সমাগতা। করযোড়ে প্রণমিএ ভূমে দিয়া মাথা ॥
তদন্তরে ডাকে গুয়া শ্রীসপ্তগ্রাম। একগাঁয় শূন্যহীন স্থান অনুপাম ॥
ইহার আদেশ কর সমাগত হেতু। সভাখণ্ড শতেক ঠাকুর পুণ্যসেতু ॥
তস্য পরে ডাকে গুয়া শ্রীবর্দ্ধমান। রাজধানী * সর্ব্বকাল ভুবনে বাখান ॥
তাহার শতেক সমাগত মহাশয়। হউক আদেশ প্রণমিএ সবিনয় ॥”

আপনার পুস্তকের ২৩১ পত্রে মধুসূদন শীল ও চন্দ্রশেখর শীলকে কংশারির পুত্র বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা কংশারি শীলের পুত্র নহেন। মধুসূদন ও চন্দ্রশেখর অনেক বিরোধ করিয়া কুলীন হইয়াছিলেন। কংশারি, কুলীন হইতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখর ও মধুসূদনের বংশ ঢাকা নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভবদীয়ানাং

শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেববণিজাম্।

* কথাসরিৎসাগর হইতেও আমরা জানিতে পারি, পুরাকালে বর্দ্ধমান রাজধানী ছিল। পরোপকারী নামক এক রাজা এবং বীরভূজ নামক আর এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। ঘনরাম, ধর্ম্মমঙ্গলে কালিদাস নামক বর্দ্ধমানের এক রাজার নাম করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়তম

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল

মহাশয়েষু।

নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়ের ১০ই কার্ত্তিকে লিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ ও বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। ফলতঃ মৎসঙ্কলিত "সুবর্ণ-বণিক্" পুস্তকখানি আপনি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছেন এবং তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করণেচ্ছায় তাহার যে সকল ত্রুটি ও প্রমাদাদি প্রদর্শন করত আমাকে নানা উপদেশ দিয়াছেন, আমি তজ্জন্য অনুগৃহীত ও শ্লাঘাবান্ হইলাম। আপনাকে আমি নমস্কার ও ধন্যবাদ প্রদান করি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ও কাটারমল্ল খ্যাতিবন্দের রহস্যোদ্ভেদে আমার অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার অনেকাংশে পুষ্টিলাভ করিল এবং মহাশয়েরও দূরদর্শিতা ও প্রবীণতার পরিচয় পাইলাম। তবে পুরাণ দুইখানির তবদুল্লিখিত বয়ঃক্রমের প্রমাণ পাইলে আরও সন্তোষলাভ করা যায়।

মদীয় গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় যোনি পোষণানি— এই বাক্যের কোন টীকা প্রাপ্তির অভাবে আমি স্বকপোলকল্পিত অর্থে 'স্বগোষ্ঠী প্রতিপালন' এই অনুবাদ করিয়াছিলাম। পরে কিয়দ্দিবস গত হইল, সুধীর গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত 'গন্ধবণিক্-তত্ত্ব' নামক পুস্তকে ইহার অনুবাদ 'ধান্যাদি শস্যের বীজরক্ষণ' দেখিয়া নিজের ভ্রম বুঝিলাম; এক্ষণে আবার মহাশয়ের পত্রে ইহার অর্থ জানিতেছি যে, 'হীরকাদি রত্নের ও সুবর্ণাদি ধাতুর খনির ধারণ অর্থাৎ রত্নাদির উদ্ধরণ, পরীক্ষণ, বিক্রয়াদি। যাহা হউক, বৈশ্যবৃত্তি সম্বন্ধে মহাশয়ের অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটি সঙ্গত হইলেও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার মত ততটা হৃদয়গ্রাহী হইতেছে না।

*

সুবর্ণবণিকের একটি উপাধি চলিত 'দে' শব্দটি দেয় বা দেব এই দুইটী শব্দেরই অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্তাকার হইতে পারে। পরন্তু কুসীদ ব্যবহারে ধনের আদান-প্রদানই সুবর্ণবণিকের একটি প্রধানবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের ন্যায় ততটা জ্ঞানালোক-দ্যুতি-সম্পন্ন বা ক্ষত্রিয় জাতির

ন্যায় যুদ্ধরঙ্গে বা মৃগয়াদিতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না; সুতরাং দা ধাতু নিষ্পন্ন দত্ত শব্দের ন্যায় দেয় শব্দটি তাঁহাদের যতটা উপযুক্ত, দিব ধাতু নিষ্পন্ন দেব শব্দটি ততটা হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ বা রাজন্যে দেব শব্দটি যেমন মানায়, বৈশ্যে তেমন মানায় না; তাঁহাদিগের নিকট দত্ত বা দেয় শব্দ আঢ্য শব্দের ন্যায় বিশেষ উপযোগী। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কন্দর্পমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তক হইতে যে বণিক্-কুল পুস্তক নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি দেয় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

সুবর্ণবণিক্‌গণ আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রতীত করিলে, তাঁহাদিগের আর শূদ্রোচিত দাস শব্দটী উপপদরূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুসমাজে এই উপপদগুলি প্রতিজনের বর্ণজ্ঞাপক ও বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সঙ্কল্পাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা প্রয়োজন, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে ইহার ততটা প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং তত্তৎ অনুষ্ঠানকালে সকলেরই ঈদৃশ একটী উপপদের আবশ্যক। শাস্ত্রমতে যে বর্ণের যে উপপদ ব্যবহার্য্য, এবং সেই বর্ণের স্ত্রীলোকদেরও যে উপপদ ব্যবহার্য্য, তাহা আমি মদীয় পুস্তকের ১৩৫ ও ১৩৬ পৃষ্ঠায় সম্যক্ বিবৃত করিয়াছি। তাহার উপর আমার আর কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই, এবং ইহাতে ব্যক্তি-বিশেষের রুচি ও অরুচিরও অপেক্ষা নাই। আপনি "শিব-ভূতির পত্র" নামক পুস্তকে প্রথমেই ভূতি পদের ব্যবহার দেখাইয়াছেন, কিন্তু আমাকে প্রেরিত পত্রে লিখিয়াছেন যে, এই উপপদের ব্যবহার করা ভাল লাগে না। আপনি শাস্ত্রোপদেশ সত্ত্বেও এবম্প্রকার রুচি-প্রকাশ করাতে আমি ক্ষুব্ধ হইলাম। বোধ হয়, ভূতি শব্দে কেহ কেহ অর্ব্বাচীনতাবশতঃ ভূতে পেয়েছে বলিয়া বিদ্রূপ করে, এই জন্যই আপনি কাতর হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ত কিছুরই নিস্তার নাই। উপহাসপ্রিয় প্রাকৃতজন শাস্ত্রোক্ত সকল প্রকার উচ্চার্থক শব্দকেই এইরূপ বিকৃত করে, তজ্জন্য ধীর ব্যক্তির বিচলিত হইবার কারণ নাই।

নামকরণ বিষয়ে আর একটী কথা আছে। কতকগুলি ব্যক্তি একত্র বাস করিলেই প্রথমতঃ তাহাদিগের গুণ বা কার্য্য বা পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্যানুসারে বিশেষত্ববাচক এক একটী আখ্যা হয় এবং সেই আখ্যাগুলি প্রায়ই লঘু ও সরল হইয়া থাকে। পরে যখন লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাদিগের বিশেষত্বের মধ্যে আরও নানাপ্রকার অবান্তর বিশেষত্ব ঘটিতে থাকে। সুতরাং

তাহাদিগের নামও লঘু বা সরল না রহিয়া ক্রমশঃ দুইটী, তিনটী বা ততোধিক আখ্যায় একটী মিশ্র নাম হইয়া পড়ে। ক্রমে নামগুলি গুণকার্য্যার্থক না হইয়া নিরর্থক শব্দরাশি মিশ্রণে আখ্যাত হয়, তখন কাণাপুতেরও নাম পদ্মলোচন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, অতি পুরাকালে ব্রাহ্মণের নাম সুশর্ম্মা, শুভশর্ম্মা প্রভৃতি মাত্র ছিল, ক্রমে সুধীর শর্ম্মা, সুধীরচন্দ্র শর্ম্মা, ইত্যাকার হইল। পরে গাঁই নাম সংযুক্ত হইয়া বন্দ্যঘটী সুধীরচন্দ্র শর্ম্মা, বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীর চন্দ্র শর্ম্মা, সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা, এবম্ভূতরূপে নামটী ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল। এতদুত্তর রায়, চৌধুরী প্রভৃতি পল্লবও কোন কোনস্থলে সংযুক্ত হইয়া নামটি অতি দীর্ঘ হইল, সুতরাং লৌকিক ব্যবহারে উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ ক্রমে দুই একটী করিয়া অঙ্গ অনুচ্চারিত হইতে থাকে, এবং তখন তদ্রূপ নাম হয়ত সুধীর-চন্দ্র শাস্ত্রীতে পরিণত হইল। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার বর্ণগত, বংশগত, অধিকারগত আখ্যাঙ্গগুলি লুপ্ত হইল না, প্রচ্ছন্নমাত্র থাকে, কার্য্যবিশেষে সেগুলির উল্লেখ করিতে হয়। অতএব আপনি যে আপনার পত্রে লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা কার্য্যকালে এবং অন্য কোন সময়ে শর্ম্মন্, দেবশর্ম্মন্ উপপদকে নামের অন্তে বসাইয়া থাকেন মাত্র; ইহাতে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। পরিশেষে আপনি যে সুবর্ণবণিক্-গণের উপপদ জন্য দেববণিক্ পদের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও নিতান্ত অমূলক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আপনার ন্যায় আরও পাঁচজনে পাঁচ প্রকার স্ব স্ব কপোলকল্পিত ও পরস্পর বিরুদ্ধ উপপদের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সাধনের সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু তাহাতে অপর জাতীয় প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপহাস করিবেন মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রমত চলিলে এ সকল উৎপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না।

অতঃপর অশৌচ ব্যবস্থা :—আপনি লিখিয়াছেন যে, "ভারতের কুত্রাপি বণিক্ জাতির ১৫ দিন অশৌচ চলিত নাই,"—"পুরাকালে আমাদের ত্রয়োদশ দিনে অশৌচান্ত হইত"—"গৌতমসংহিতার বিধানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উচিত"। প্রমাণাভাবে আমি এই তিনটি উক্তির উপযোগিতা গ্রহণে অসমর্থ। মহাশয়ের রচিত "শিবভূতির পত্র"টিও পাঠ করিলাম, কিন্তু তাহাতেও আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না, বরং নূতন ব্যবস্থায় স্তম্ভিত হইলাম। আমি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহি, এবং কোন স্মার্ত্ত অধ্যাপকের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রও

পাঠ করি নাই, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সখের (Amateur) মাত্র। এই নূতন ব্যবস্থায় আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্বাদি কতকগুলি সংহিতা দেখিলাম, মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায় ৮৩ শ্লোকে, অত্রিসংহিতার ১ম অধ্যায় ৮৫ শ্লোকে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ৩য় অধ্যায় ২২ শ্লোকে, উশনঃ সংহিতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩৪ শ্লোকে, সম্বর্ত্তসংহিতার ৩৮ শ্লোকে, পরাশর সংহিতার ৩য় অধ্যায় ২ শ্লোকে, শঙ্খসংহিতার ১৫ শ অধ্যায় ৩ শ্লোকে জনন মরণাশৌচে একই প্রকার মত দেখিলাম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ১০ দিনে, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিনে, বৈশ্যের ১৫ দিনে ও শূদ্রের ১ মাস বা ৩০ দিনে। অধিক পরিশ্রম হইল বলিয়া আর গ্রন্থ উল্টাইতে পারিলাম না, কিন্তু বিশ্বাস হইল, অপর সংহিতাগুলিতে বা পুরাণাদিতে এই প্রকারই মত পাইব। সাধারণ হিন্দু-সমাজের প্রবীণ ব্যক্তি-দিগের বিশ্বাসও এইরূপ। গৌতমসংহিতার বৈলক্ষণ্যের মীমাংসা বিচার-নিপুণ স্মার্ত্ত অধ্যাপকগণই করিতে পারেন, আমি সে বিষয়ে নিরুত্তর। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এতগুলি প্রামাণিক শাস্ত্রের ঐকমত্যের বিরুদ্ধে আমরা গৌতমসংহিতার বিলক্ষণ বিধানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে অশক্ত। আপনি এই বিলক্ষণ মতের পোষকতায় বেণাগাছে ১৩ দিন জলসেচনের বার্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন। এইটী লোকাচার অনুষ্ঠান হইলেও সর্ব্বশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইতে পারে না। পরন্তু আমার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, কলিকাতায় সকল ঘরেই বেণাগাছে ৩০ দিন জলসেচনের প্রথা আছে, ১৩ দিন নহে। আর একস্থলে আপনি প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাগুরু নিপাতে প্রথম ৯ দিন ও শেষ ৩ দিন, এই ১২ দিন কঠোর নিয়মে থাকিতে হয়। তাহাতেও আমি জানিলাম যে, এখানে শেষ ৩ দিনের জন্য কোন বিশেষ কঠোর নিয়মের বিধান নাই, কেবল প্রথম ৯ দিন মাত্র ঐ নিয়মে থাকিতে হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দশম দিনে প্রেতদেহ পূর্ণাঙ্গ লাভ করে, এজন্য পূরক পিণ্ডদান কাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তৎপূর্ব্বে ৯ দিন কঠোর নিয়মে থাকিতে হয়। এক্ষণে তর্কচ্ছলে জিজ্ঞাসা করি যে, যদিই ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত বেণাগাছে জলসেচন ও কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহাতেই বা পুরাকালে বৈশ্যগণের ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত হইত, ইহারই বা প্রমাণ কি? কেহ বলিতে পারেন যে, দশম দিনে প্রেতদেহ পূর্ণ হইলে, প্রেতাত্মার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন জন্য আরও ত্রিরাত্র কঠোর নিয়ম পালন করিবার রীতি হইয়াছে। সুতরাং মন্বাদি এতগুলি

ধর্ম্মশাস্ত্র একবাক্যে বৈশ্যের অশৌচকাল ১৫ দিন বলিলে, কেবল বেণাগাছে জলসেচনের রীতিক্রমে বৈশ্যাশৌচ কাল ১৩ দিন হইতে পারে না। আপনি বলিয়াছেন, শাস্ত্র অপেক্ষা ব্যবহার বলবান্। সত্য, কিন্তু তাহা কোন্ ব্যবহার সম্বন্ধে? যাহা চিরপ্রচলিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তজ্জন্য শাস্ত্রও হইয়াছে যে "যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে"। কিন্তু বেণায় জলসেচন সে প্রকার নহে। আপনি জানেন, ইহার অবধি ১৩ দিন মাত্র, আমি জানিলাম তাহা ৩০ দিন।

আপনি বলিয়াছেন—"সাধারণ বৈশ্য ও স্থায়বর্ত্তী শূদ্রের পক্ষে ১৫ দিন অশৌচ পালনীয়", "বণিক্‌জাতি বৈশ্যশ্রেষ্ঠ", "বণিক্ জাতির এরূপ অশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে"। এ সকল বিধি আপনি কোন্ শাস্ত্র হইতে পাইলেন বা কোন্ যুক্তিতে স্থির করিলেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির বোধগম্য নহে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, অনেক দেশের অনেক আচার কাল-ক্রমে বিকৃত হইয়া শাস্ত্রভ্রষ্ট হইয়াছে; আমাদিগের বাটীর উৎকলবাসী নাপিত চাকরগণ দশ দিনে অশৌচান্ত করে, এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৃত ভ্রাতার পত্নীকে স্বীয় পত্নীত্বেও গ্রহণ করে। সেইরূপ জৈন ধর্ম্মা-বলম্বী বা অন্য কোন আচারভ্রষ্ট বৈশ্যজাতি ভারতবর্ষের অন্যত্র ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ নাও করিতে পারে, কিন্তু যে সকল বৈশ্য রাজকোপে পতিত হইয়া অগত্যা শূদ্রাচার গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদীয় উত্তরপুরুষগণ যদি সংস্কারের পথে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে গমন করা উচিত, না বিকৃতাচারীর শাস্ত্রভ্রষ্ট পথ অবলম্বন করা উচিত?

যাহা হউক, আমি অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, এই সংস্কার কার্য্যের আন্দোলন সময়ে আমরা যেন আমাদিগের স্বীয় স্বীয় কপোলকল্পিত মতের অবতারণা করিয়া, মন্বাদি শাস্ত্রের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, জিগীষাপরবশ চিত্তে অনর্থক তর্ক বিতর্ক করত আমাদিগের উন্নতির পথকে আর ব্যাহত না করি। ঋগ্বেদের আশীর্ব্বাদ মন্ত্রমতে যেন আমাদিগের সকলের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয় ও মন সমান হয়, আমরা যেন পরস্পরের সহিত আনন্দোৎসব করিতে পারি।

পত্রখানি এই পর্য্যন্ত লেখার পর আমার দুইজন স্বস্ত্যয়নকারী ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী নহেন, একজন মিথিলাবাসী নাম অনুপলাল, অপরজন ফতেপুরবাসী নাম গদাধর। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশে বৈশ্য আছেন কি না? তাঁহারা উভয়েই

উত্তর দিলেন—আছে। পরে প্রশ্ন করিলাম, তাঁহারা কয়দিন অশৌচ বহন করেন? উভয়েই উত্তর করিলেন—১৫ দিন। গদাধর আরও বলিলেন যে, কতকগুলি বণিক্ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুমতে চলেন না, তাঁহারা ১০ দিনেই অশৌচান্ত করেন; তাহাতে অনুপলাল কহিলেন যে, ইহা আচার ভ্রংশের লক্ষণমাত্র।

* * * * * *

পরিশেষে আবার বলি যে, আপনি যে মদীয় গ্রন্থখানি এত যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে বার বার নমস্কার ও ধন্যবাদ করি, আমি এখানে বসিয়া মৎসঙ্কলিত চণ্ডী ও গঙ্গাস্তোত্র গ্রন্থের সহিত 'সুবর্ণবণিক্' গ্রন্থখানি এতদ্দেশীয় ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকগণকে প্রেরণ করিতেছি। তাঁহারা অনেকে আমাকে উত্তর পাঠাইতেছেন। উত্তরগুলি আশাপ্রদ, কেহই এ পর্য্যন্ত সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব বিরুদ্ধে কিছুই লেখেন নাই।

কলিকাতা,
৯০ নং চূণাগলি, ফিয়ার লেন।
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩০৯।

ভবদীয় বশংবদ
কুঞ্জলাল মল্লিক।

চুঁচুড়া, ১১ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩০৯ সাল।

প্রিয়তম

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল ভূতি দেয়মল্লিক

মহাশয়েষু—

নমস্কার পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়ের ১৩ই কার্ত্তিক দিবসীয় পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। নানা কারণে উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল। আপনার পুস্তকখানি "পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে" দেখিতে পারি নাই—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। আপনার গ্রন্থের কয়েকস্থলে যাহা ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আপনার পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করণোদ্দেশে, বন্ধুভাবে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি—"উপদেশ" দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার প্রতি আপনার স্নেহের পরিচয় পাইয়া এবং প্রশ্ন ও তর্ক দ্বারা আমার মনোগত কথা বলিবার অবসর দিলেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বৃহদ্ধর্ম্ম এই পুরাণ দুই খানির মল্লিখিত "বয়ঃক্রমের প্রমাণ" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অগ্রে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা বলি। মিঃ Growse কথিত অনবাদ দ্বারা ও এই পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড দশম অধ্যায়ের জাতিমালা পাঠ করিয়া এখানির বয়ঃক্রম ৩০০ বৎসর বলিয়া আমার মনে ধারণা হইয়াছিল। বস্তুতঃ সমগ্র পুরাণখানি ৩০০ বৎসরের নয়—ঐ দশম অধ্যায় মাত্র—পশ্চাৎ ইহার আলোচনা করিব। স্বার্থপর, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অর্ব্বাচীন প্রক্ষেপ কর্ত্তাদিগের দোষে অনেক প্রাচীন গ্রন্থকে নবীন বলিয়া ভ্রম জন্মে। কি রামায়ণ, কি মহাভারত সর্ব্বত্র প্রক্ষেপ! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত দুই প্রকার; এক—মৎস্য পুরাণোক্ত, আর এক প্রকার—নারদ পঞ্চ-রাত্রোক্ত।

মৎস্য পুরাণে—

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য সংযুতম্॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশ সাহস্র্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥

যে পুরাণ, সাবর্ণি, নারদকে বলেন, এবং যাহাতে রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও ব্রহ্মবরাহের কথা বর্ণিত আছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলে।

রথন্তর কল্পাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অধুনা অস্তিত্ব দেখা যায় না। নারদ পঞ্চরাত্রে বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তের পরিচয় পাওয়া যায়—

ব্রহ্ম প্রকৃতি গাণেশ কৃষ্ণাবির্ভাববর্ণনম্।
চতুঃখণ্ড পরিমিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতম্ ॥
(২।৭।৩১।)

আমার মুম্বয়ী মুদ্রিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ও কলিকাতায় মুদ্রিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড আছে। ব্রহ্ম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে যে জাতিমালা আছে, তাহাতে বণিক্‌জাতিকে সৎশূদ্র বলা হইয়াছে। এই দশম অধ্যায় যে প্রক্ষিপ্ত এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের রচিত, তাহা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত এই অধ্যায়ে কথিত কয়েকটী জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি—

বণিক জাত্তয়ঃ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রের একত্র অঙ্গ ও মগধ দেশের "মেদ, জোতি, জতিল, কাকবলি ও পুণ্যক" * এই মহাধন পঞ্চবণিকের নাম পাওয়া যায়। পঞ্চবণিক্ বলিতে ঐ পাঁচজন বণিক্ বুঝিতে হইবে, পঞ্চ বণিক্‌জাতি নহে। "পঞ্চবণিক্" এই জনবাদ দেশে প্রচলিত ছিল। কর্জ্জনা সমাজের অন্তর্গত মঙ্গলকোটবাসী † বণিগ্বর কৃষ্ণদাস চন্দ, জনবাদের "পঞ্চবণিক্"কে পঞ্চ বণিক্ জাতি বুঝিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৪১৪ শাকের কিঞ্চিৎ-পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন—সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিক্ এই দুই বণিক্‌জাতি বিদ্যমান—তিন

---

* Hardy's Manual of Buddhism. p. 220.

† পুরাকালে এই স্থানে বিক্রমকেশরী রাজার উজ্জয়িনী নামক রাজধানী ছিল।
"উজবনি নগরাখ্যা রাজা বিক্রমকেশরী।
প্রেরিতং ধনপতি দত্তে গৌড়ে পঞ্জরহেতুনা ॥" (গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজি)
"শীলবংশ জগন্নাথ কথিতং ভগ্নী সুতং প্রতি।
উজবনি অমর গচ্ছ মিশ্র গোবর্দ্ধনঃ সহ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহাভাগ মহাকবি সুপণ্ডিতঃ।
চন্দ্র আনীয়তাং শীঘ্রং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥" (ঐ)

বণিক্‌জাতির অভাব। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া মণিকার, শঙ্খকার ও কাংস্যকারকে বণিক্ বলিয়া স্থির করিলেন। চন্দ মহাশয়ের আজ্ঞায় গোবর্দ্ধন মিশ্র ঐ তিন শিল্পিক জাতিকে বণিক্ বলিয়া লিখিলেন। উত্তরকালে শাঁখারিরা আপনা-দিগকে শঙ্খবণিক্ বলিতে আরম্ভ করিলে বৃন্দাবন দাস, পঞ্চদশ শাক শতাব্দের শেষ ভাগে স্বীয় চৈতন্য ভাগবতে শঙ্খবণিকের উল্লেখ করেন। প্রক্ষেপ-কর্ত্তা এ সকল তত্ত্ব জানিতেন না, তিনিও ভ্রমক্রমে পঞ্চবণিক্ বলিতে পাঁচটী বণিক্‌জাতি বুঝিয়া "বণিকজাতয়ঃ" এই বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন *।

দশম অধ্যায় কর্ত্তা বলেন—

বেশধারী। গঙ্গা পুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভুব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

গঙ্গাপুত্রের কন্যায় বেশধারীর ঔরসে, যুংগীনামে কথিত বেশধারী পুত্রও জন্মিয়াছিল।

প্রক্ষেপ কর্ত্তা, ছন্দের অনুরোধে "বেশধর"কে দুইবার বেশধারী লিখিয়াছেন, কিন্তু কিসে প্রথমোক্ত বেশধারীর উৎপত্তি হইল, তাহা লেখেন নাই। প্রক্ষেপ কর্ত্তা জাতিমালা লিখিতেছেন, অমুক জাতীয় নর, আর অমুক জাতীয় নারী, ইহাদের অমুক জাতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, এইরূপ লিখিয়া আসিতেছেন, তবে প্রথমোক্ত বেশধারীর পিতা কোন্ জাতি, মাতা কোন্ জাতি, লিখিলেন না কেন? লেখক জানিতেন, যেমন গিরি, পুরি, ভারতী প্রভৃতি শৈব সন্ন্যাসী, তেমনি বেশধর জৈন সন্ন্যাসী। যদি লেখেন, বাগ্দিনীর গর্ভে ডোমের ঔরসে গিরি, পুরি, ভারতী তিন পুত্র জন্মে, তাহাতে যে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিবে, তাহাতেই প্রথমোক্ত বেশধারীর মাতা ও পিতার জাতি কল্পনা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বেশধারীর উৎপত্তি কল্পনা করিলে ও রূপ বিভ্রাট নাই মনে করিয়া দ্বিতীয় বেশধারি পুত্রের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন ও তাহাকে যুংগী (যুগী) বলিয়াছেন। যুগী বা যোগী সম্প্রদায় বেশধর সম্প্রদায় অপেক্ষা প্রাচীন †। ১৫৩৩ সংবতে বেশধর

* বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের পর, পরশুরাম সংহিতা বা ভৃগুরাম সংহিতা, পরাশর পদ্ধতি বা পরাশর জাতিমালা রচিত হয়। এই গ্রন্থকর্ত্তাও বাঙ্গালী বামুন—ইনি গান্ধিক, শাঙ্খিক, কাংস্যক, মণিকারক ও সুবর্ণজীবিককে বণিক্ বলিয়া তাহাদের বর্ণসঙ্করত্বরূপে উৎপত্তি বিবৃত করেন।

† মৎসম্পাদিত ও প্রকাশিত "গোবিন্দচন্দ্র গীত" দ্রষ্টব্য।

নামক জৈন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক প্রাগ্বাটজ্ঞাতি (অর্থাৎ পোরবাল বাণিয়া কুলোৎপন্ন) ভাম নামক এক ব্যক্তি পশ্চিম ভারতের সিরোহির নিকটস্থ, আরঘট্টবাটক নামক স্থানে বাস করিতেন *। দশম অধ্যায় কর্ত্তা এ সকল তথ্য জানিতেন না—তিনি বেশধারীর উল্লেখ করায় তাঁহার দশম অধ্যায় ১৫৩৩ সংবতের উত্তরকালে রচিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে।

মোদক। মোদক বলিতে মোআঁ বা মিষ্টান্ন। যে মোদক ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় কান্দিক, সুখভক্ষিকাকার, মৌদকিক, স্বাদুকার, কান্দবিক, ভক্ষকার, ব্যঞ্জনিক প্রভৃতি বলে। বাঙ্গালা ভাষায় মোদককারকে মদক বা ময়রা বলে। দশম অধ্যায় কর্ত্তা, মদককে মোদক করিয়াছেন। মোদক ও মোদককার এক নহে, সুতরাং মোদককারকে মোদক বলা ভাল হয় নাই। দশম অধ্যায় কর্ত্তা, মোদক জাতির নাম করিয়া স্বীয় অর্ব্বাচীনত্ব ও বাঙ্গালিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কোঁচ। প্রক্ষেপ কর্ত্তা বলেন, মাংসচ্ছেদী নারীর গর্ভে ধীবরের ঔরসে কোঁচ জাতির জন্ম। বস্তুতঃ কোঁচ জাতি, ভারতের একটী অনার্য্য ও আদিম জাতি। লেখক যদি জানিতেন, বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় কোঁচ জাতিকে "কুচিক" বলিয়াছেন, এবং কোঁচবেহারের প্রাচীন বা সংস্কৃত নাম "ক্রৌঞ্চদেশ" তাহা হইলে তিনি স্বীয় অধ্যায়ে "কোঁচস্ত্রিয়াং" না লিখিয়া কুচিস্ত্রিয়াং বা ক্রৌঞ্চ-স্ত্রিয়াং লিখিতেন। অথবা ঐরূপ বলিলে কেহ বুঝিবে না বলিয়া, বাঙ্গালী লেখক চলিত বাঙ্গালা শব্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরা দিয়াছেন।

আগরি। প্রক্ষেপ কর্ত্তা বলেন—রাজপুত্র্যাং তু করণাদাগরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ। অর্থাৎ রাজপুত্রীর গর্ভে করণের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে আগরি বলে। আগরির সংস্কৃত উগ্র (উগ্রক্ষত্রিয়)। উগ্র বলিলে পাছে ঐ জাতিকে সকলে চিনিতে না পারে, তাহাতেই বাঙ্গালী লেখক, বাঙ্গালা "আগরি" (প্রকৃতপক্ষে আগুরি) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উগ্রকে কেহ কেহ "Ung (Ungkut)" বা "Uigur (Yuechi)" নামক তাতার জাতি বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের কতক অংশ তিব্বত-

* Report of Sanscrit, MSS. Bombay Presidency 1883-84. By Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M. A., PH. D., p. 145.

শ্যামক তাতার জাতি বলিয়া অনুমান করেন। ইঁহাদের কতক অংশ তিব্বত দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তথা হইতে ইহারা ভারতে অবতরণ করিয়া বসবাস করে, এরূপও কেহ কেহ অনুমান করেন। উগ্র শব্দের প্রাকৃত "উগ্‌গ"। উগ্‌গেরা চতুর্ব্বিংশতি তীর্থকর ভগবান্ মহাবীর বর্দ্ধমানের ভক্ত ছিলেন। জৈনেরা বলেন, ভারতের প্রথম রাজা ঋষভ, উহাদিগকে নগর সমূহের কোতয়াল করিয়াছিলেন *। উগ্রেরা পুরাকালে সম্ভ্রান্ত ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অধুনা ব্রাহ্মণিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাগতীত। দশম অধ্যায় কর্ত্তা বলেন—ক্ষত্রবীর্য্য হইতে ঋতুর প্রথম দিনে বৈশ্যানী গর্ভে মহাদস্যু, বলবান্ ও ধনুর্দ্ধর এক পুত্র জন্মে। ক্ষত্রিয় পিতা, তাহাকে নিবারণ করিলেও বাক্যের অতীত হইয়াছিল বলিয়া সেই পুত্র বাগতীত জাতি বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইল। ব্রাহ্মণ লেখকের এই কথা ঝুঁটা—বাগ্দি, বাঙ্গালাদেশের এক আদিম জাতি। লেখক, বাগ্দিকে বাগতীত করিয়া অদ্ভুত বাঙ্গালি-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

দশম অধ্যায় কর্ত্তা বলেন—

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলা জাতির্বভূব হ।

ম্লেচ্ছের ঔরসে তন্তুবায় কন্যার গর্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

জোলা। কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জোলা জাতির উল্লেখ নাই। সকলেই জানেন, এই জাতি আধুনিক। দশম অধ্যায় কর্ত্তার ঐ ম্লেচ্ছ বলিতে মুসলমান। এই দশম অধ্যায় কর্ত্তা, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি, কাশ্যপ এবং ভরদ্বাজ এই গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিপঞ্চকের উৎপত্তি কহিয়া অসীম সাহস সহকারে বলিয়াছেন—

বভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরা ভবে।
বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণ-জাতয়ঃ।
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশূন্যাশ্চ শৌনক।

ইহাঁদের হইতে পঞ্চগোত্র ও প্রবর সকল হইয়াছিল। ব্রহ্মার মুখ হইতে অন্য যে সকল ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা দেশে দেশে বাস করিতেছে, হে শৌনক, তাহাঁদের গোত্র নাই!

---

* Hoernle's Uvasagadasao. App. p. 58. এবং Jacobi's Kalpasutra p. 71. দ্র.

উল্লিখিত পঞ্চগোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণ কাহারা? যাহারা বলে—"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামণ নাই।" উহারা কে? বাৎস্য আদি পঞ্চ-গোত্রীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এই দশম অধ্যায় কর্ত্তা নিশ্চয়ই রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতেই আপনাদের পঞ্চগোত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। বায়ুপুরাণ-কর্ত্তার মতে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি ও ভরদ্বাজ এই চারি গোত্র ন গণ্যের মধ্যে। বায়ুপুরাণে কথিত আছে—

কশ্যপেষু বশিষ্ঠেষু তথা ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিষু।
পঞ্চস্বেতেষু গোত্রেষু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ॥

(১।৬১।৮)

কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অত্রি এই পঞ্চগোত্রে ব্রাহ্মণেরা জন্মেন।

বায়ুপুরাণে অনেক প্রাচীন কথা—যাহা অন্য পুরাণে পাওয়া যায় না, এরূপ অনেক প্রাচীন কথা আছে; এই পুরাণ পৌরাণিক কালের প্রারম্ভে রচিত।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

এই পুরাণে শঙ্করাচার্য্য ও চোলরাজের উল্লেখ আছে। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ। চোলরাজ শব্দের অভিধেয় সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথের রাজেন্দ্র চোল বা তদ্বংশীয় অন্য কোন চোলরাজা। রাজেন্দ্র চোল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই পুরাণখানি যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর এবং চোলরাজাদের রাজ্যকালের অব্যবহিত উত্তরকালে রচিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। ইহার রচনা ও বিষয় সকল দেখিয়া ইহাকে সর্ব্বপুরাণাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এই পুরাণের মদুক্ত বয়ঃক্রম প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত, ইহার উত্তরখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে জাতিমালা আছে, তদন্তর্গত কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করিতেছি—

তৌলিক। তৈলিক, তেলি বা তিলি জাতীয় কান্তমুদি, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে তেলি প্রভৃতি বহুজাতির প্রবেশাধিকার ছিল না—জনবাদ এই, কান্ত বাবুর চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে, পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাবলে তুলাধারণ ব্যবসায় বলিয়া

তেলিরা তৌলিক হইলেন, এবং জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিলেন।

ভারতে চতুর্দ্ধা বর্ণবিভাগ হইবার পর যে সকল বৈদেশিক জাতি উত্তর কালে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়, অম্বষ্ঠ তাহার অন্যতম।

গ্রিক্ গ্রন্থকার টলেমি, অম্বৌটই (Ambautai) জাতির কথা লিখিয়াছেন, ইহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকটে বাস করিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, অম্বষ্ঠ ও অম্বৌটই একই জাতি। লাসেন অনুমান করেন, বেট্টিগোই (Bettigoi) বাসী অম্বষ্টই (Ambastai) দিগের সহিত অম্বৌটই দিগের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিতে পারে। অম্বষ্টই যে সংস্কৃত অম্বষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। মেগস্থিনিস্ বলেন, আলেক্জণ্ডারের সময়ে অম্বষ্ঠজাতি পঞ্জাবে বাস করিত। মহাভারতে দেখা যায়, ইহারা কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, যথা—

শককাম্বোজবাহ্লিকা যবনাঃ পারদাস্তথা।
কুলিন্দাস্তঙ্গণাম্বষ্ঠাঃ পৈশাচাশ্চ সবর্ব্বরাঃ ॥
পার্ব্বতীয়াশ্চ রাজেন্দ্র ক্রুদ্ধাঃ পাষাণপাণয়ঃ।
অভ্যদ্রবংস্তেশৈনেয়ং শলভাঃ পাবকং যথা ॥

(দ্রোণপর্ব্ব ২১ অ)

দেখা গেল, শক, কাম্বোজ, বাহ্লিক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ, পৈশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণায়ুধ পাহাড়িদিগের মধ্যে অম্বষ্ঠ পঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এ সময় হইতে কোন কোন অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, তাহাতেই দ্রোণপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

শ্রুতায়ুরপি চাম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়ানাং ধুরন্ধরঃ।

ক্ষত্রিয়দিগের ধুরন্ধর অম্বষ্ঠ শ্রুতায়ু।

মহাভারতকর্ত্তা ব্যাসের পর পাণিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭।৮ শত বৎসর সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ব্যাকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্ষত্রিয়জাতি ও তাহাদের দেশ অর্থে অম্বষ্ঠ শব্দ ধৃত করিয়াছেন। তাহার পর আমরা বৌদ্ধ শাস্ত্রে "অম্বত্ত সাক্য" দেখিতে পাই। বৈদেশিক অম্বষ্টই, পালি অম্বত্ত এবং সংস্কৃত অম্বষ্ঠ অভিন্ন। বিষ্ণুপুরাণে মদ্র, আরাম ও পারশিক জাতির সহিত একত্র অম্বষ্ঠের নাম পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যানী গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি *। এই মত এই পুরাণ কর্ত্তার নূতন উদ্ভাবিত নহে, অনেকানেক শাস্ত্রে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ব্যাসের মত স্বতন্ত্র। অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায় ও ব্যাসসংহিতা ২য় অধ্যায় হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানী ও বৈশ্যানী গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাও ব্রাহ্মণ হয়। পিতা ও মাতা এক জাতীয় না হইলে পুত্র, হয় পিতার না হয় মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়, তৃতীয় জাতির উৎপত্তি হয় না। কথিত আছে, অদ্যাপি দক্ষিণাপথে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, উহা আমাদের আলোচ্য নয়। পুরাণকর্ত্তা যে বলেন, † অম্বষ্ঠ সংস্কৃত হইয়া বৈদ্য হইয়াছে, এ কথা সত্য কি না দেখা যাউক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে, অশ্বিনী-কুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভে বৈদ্যের উৎপত্তি ‡। এখন কাহার কথা সত্য? মহাভারত ব্যতীত কোনও প্রাচীন গ্রন্থে বৈদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়ে কথিত আছে—

চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াযু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যানী স্ত্রীতে যথাক্রমে চণ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈদ্য এই তিন অধম সন্তান জন্মে।

দেখা গেল, মহাভারতের প্রমাণের কাছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বাক্য ঝড়ের মুখে তুলার ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে অনেক বৈদ্যকবির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা কেহই আপনাকে অম্বষ্ঠ বলেন নাই।

---

* গৌতমসংহিতা মতে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যায় ভৃজ্জকণ্ঠ এবং নারদস্মৃতি মতে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যায় এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যায় অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে।

দেবল বলেন—

ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াস্তু সবর্ণো নাম জায়তে।
ক্ষত্রিয়াচ্চৈববৈশ্যায়াং জাতোঽম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ॥

† বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৪ শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যদিগকে প্রধানতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী দেখিয়া এবং "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" এই বচনে বিমোহিত হইয়া বৈষ্ণববন্দনা কর্ত্তা দৈবকীনন্দন, সর্ব্ব প্রথমে মুকুন্দ দত্ত নামক এক বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলেন। তদ্দৃষ্টান্তে যদুনন্দন দাস প্রভৃতি কোন কোন বৈদ্যজাতীয় বৈষ্ণবকবিও স্ব স্ব গ্রন্থে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া লিখেন। উত্তরকালে বৈদ্যকুলতিলক মহা-মহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকও আপনাকে অম্বষ্ঠ বলিয়া লিপিবদ্ধ এবং বৈদ্যদের ধর্ম্ম সংস্কারের পথ পরিষ্কৃত করেন।

বৈদ্যদিগের ধর্ম্ম সংস্কার।

এতাবতা সিদ্ধান্ত হইতেছে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠের সংস্কার, আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদ্যনাম প্রাপ্তি, যাহা পৃথু রাজার সময়ে হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, তাহা সত্য নহে। বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজ-নগরের বৈদ্যজাতীয় রাজা রাজবল্লভ, বৈদ্যদের যে ধর্ম্মসংস্কার করেন, তাহাই এই পুরাণে পৃথু রাজার সময়ে কৃত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, কাশী ও উৎকল দেশের অম্বষ্ঠকায়স্থ জাতি প্রাচীন অম্বষ্ঠজাতির কুল-তন্তু রক্ষা করিতেছেন। বৈদ্যেরা বলেন, বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের অন্যত্র বৈদ্যজাতি নাই। কথাটা ঠিক্ বটে, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, ওসবাল বাণিয়াদের এক শাখার নাম বৈদ (Baid), অপর শাখার নাম বৈদমোট * (Baidmota) দেশভেদে বৈদমোটের উচ্চারণ ভেদ—বৌদ্ধমটি (Bauddhmati) † বৈদ্য শব্দের প্রাকৃত—"বেজ্জ"। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বেজ বড়ুয়া নামক ব্রাহ্মণজাতি ও বেজ নামক নীচ জাতিও আছে। বিবেচনা হয়, বৈদ্যদের অম্বষ্ঠ হওয়াটা ভুল হইয়াছে, বৈশ্য হইলে ভাল হইত,—যে হেতু ইহাঁরা মহাভারতোক্ত বৈশ্য নহেন।

দেখা গেল, রাজা রাজবল্লভ, যে সময়ে বৈদ্যদের পৈতা দেওয়াইয়াছিলেন, এবং তেলিরা তৌলিক হইয়া যে সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে, সেই সময়ে এই পুরাণের উত্তর খণ্ডের ১৩ শ ও ১৪ শ

---

* Sherring's Hindu Tribes and Castes.

† Risley's Tribes and Castes of Bengal, VOL. II. App. I. p. 115.

অধ্যায় এবং সম্ভবতঃ সমগ্রপুরাণ রচিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৭৪ শ্লোক এই—

বিংশতীনান্তু জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়া বয়ম্।

ছিত্রি ব্রাহ্মণ। কুড়িটি জাতির পুরোহিত আমরা শ্রোত্রিয়।

এই শূদ্র যাজক বামুনদের বড়াই কিসের? যাহা হউক্ এই শ্রোত্রিয় কে? বাঙ্গালি বামুন—ছিত্রি ব্রাহ্মণ। সন ১২৭৪ সালে বটতলায় যে "জাতিমালা" মুদ্রিত হয়, তাহার অন্তর্গত পরশুরাম সংহিতার জাতিমালার শেষ শ্লোকার্দ্ধ এই—

জাতিনাং বিংশতিনাঞ্চ পুরোধা শ্রোত্রিয়ঃ স্মৃতঃ।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ন্যায় এই পরশুরাম সংহিতা বাঙ্গালি বামুণ ছিত্রি ব্রাহ্মণের রচিত ও অতীব অর্ব্বাচীন। বোধ হয়, বাঙ্গালার ছিত্রি ব্রাহ্মণই, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণের কুলতন্তু রক্ষা করিতেছেন। ইহাঁরা আপনাদিগকে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবার নিমিত্ত কৌশলজাল বিস্তৃত করিয়াছেন। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁদের ধর্ম্মসংস্কার হইয়াছিল। ইহাঁরা প্রাচীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে কন্যাদানে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন না—ইহাঁদের মধ্যে রায় * উপাধি দেখা যায়—ভারতের সকল অংশে ক্ষত্রিয় আছেন, বাঙ্গালায় নাই—ইহা হইতে পারে না। এতাবতা ইহাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রানুসারে শূদ্র যাজী ও বহু যাজী ব্রাহ্মণ নিন্দিত ও অপাংক্তেয়। ছিত্রিরা বহুজাতিযাজী, ২০টী শূদ্র জাতির যাজন করেন—অতএব ইহাঁরা যে নিন্দিত ও অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাঁরা যে কুড়িটী জাতির যাজন করেন, তাহাদের (১৩ শ অধ্যায় ৩৪—৪০ শ্লোকোক্ত) অধিকাংশই নবশাক। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম নূতন গ্রহণ করিয়াছেন—পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন—তাঁহারাই নবশাখ †। কোন এক

---

* রায় বলিতে ধন। এই উপাধি ধনান্ত নাম হইতে আসিয়াছে। এতদ্বারা জানা যাইতেছে, পুরাকালে ইহাঁরা বৈশ্য ছিলেন—তৎপরে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

† যখন পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়াছিল, তখন বেহার ও বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মুসলমানেরা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে উদ্দন্তপুর ও

প্রসিদ্ধ সমাজের জনৈক অধ্যাপকের মতে—"জ্ঞানপূর্ব্বক নবশাকদিগের যাজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে এবং যাজককে পুনর্ব্বার উপনয়ন দিতে হইবে। ছয়বার ঐরূপ যাজন করিলে পতিত হইবে *।

যোনি পোষণানি।

"যোনি পোষণানি"র আমি যে অর্থ লিখিয়াছি, তাহা আপনার ততটা হৃদয় গ্রাহী না হইলেও উহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া বিশ্বাস করি। কোষকার মেদিনীকর যোনিকে আকর অর্থাৎ মণ্যাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়াছেন।

দেয় উপাধি।

আপনি সুবর্ণবণিকের একটী উপাধি চলিত দে শব্দটী দেয় বা দেব এই শব্দেরই অপভ্রংশ বা সংক্ষিপ্তাকার হইতে পারে স্বীকার করিয়া দেব শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি এবং ঐ শব্দের ব্যবহারের অনুপ-যোগিতা দেখাইয়াছেন এবং দা ধাতু নিষ্পন্ন দেয় শব্দ ব্যবহারের উপযোগিতা

বিক্রমশিলা বিহারের ভিক্ষুদিগকে হত্যা ও দেবমূর্ত্তিসকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বেহারের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় অন্তর্হিত হয়। এই ঘটনার ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে লঙ্কেশ্বর পরাক্রমবাহু, কর্ণ সুবর্ণ † নগর আক্রমণ করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিলে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাস হইতে থাকে। বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণিক তান্ত্রিকরূপ গ্রহণ করে। ধর্ম্ম সংস্কারের আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণে-তর জাতিগণের মধ্যে প্রথমে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদের পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অগ্রে দান গ্রহণ করায় যেমন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নাম অগ্রদানী, তদ্রূপ অগ্রে শিষ্যত্ব বা দাসত্ব স্বীকার করায় কায়স্থের দাস খ্যাতি। তারপর বৈদ্যদের পালা। তারপর, অন্যান্য অনেক জাতি, নবশাখ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮০।৩৫৩ পৃ।

† এই কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার পশ্চিমতটে সংস্থিত ছিল। কথাসরিৎসাগরে গঙ্গাতীরস্থ "বহুসুবর্ণক" নামক নগরের প্রসঙ্গ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক প্রোক্ত কর্ণসুবর্ণ এবং কথাসরিৎসাগরের বহুসুবর্ণক অভিন্ন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি।

দেখাইয়াছেন—তদুত্তরে বক্তব্য এই, আমি দেয় শব্দকে দা ধাতু নিষ্পন্ন সাধু শব্দ বলিয়া স্বীকার করি না—উহা দেব শব্দের অপভ্রংশ এবং দেব বা দেয় শব্দের সংক্ষেপে দে হয়, ইহা স্বীকার করি। দেয় শব্দ যদি সাধুশব্দ হইত, তাহা হইলে আমরা প্রাচীন ভারতে সুদেয়, দেবদেয় প্রভৃতি নাম পাইতাম। আমরা পাই দত্ত, সুদত্ত, * দেবদত্ত, নরদত্ত, ব্রহ্মদত্ত ইত্যাদি। আপনি লেখেন, সুবর্ণবণিক্‌দিগকে ব্রাহ্মণের ন্যায় ততটা জ্ঞানালোক দ্যুতি সম্পন্ন বা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধরঙ্গে বা মৃগয়াদিতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না ইত্যাদি। তদুত্তরে বক্তব্য এই দিব্ ধাতুর সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই। দিব্ ধাতুর অর্থ—"ক্রীড়া, বিজিগীষা, বিজয়েচ্ছা, ব্যবহার, পণ, ক্রয় বিক্রয়াদি, দীপ্তি, স্তুতি, হর্ষ, মদ, মত্তীভাব, স্বপ্ন, নিদ্রা, কান্তি, ইচ্ছা, আজ্ঞা"। ব্যবহারে কি দেখা যায়? প্রাচীনকালে সীহদেব (সিংহদেব), সঘদেব (সঙ্ঘদেব) প্রভৃতি এবং মধ্যকালে সোমদেব, চঙ্গদেব, সাচদেব (সত্যদেব), রত্নদেব প্রভৃতি বণিক্ নামের অভাব ছিল না। প্রাচীনকালের যে দুইটি নাম করিলাম, ঐরূপ নাম সকলের আদিতে বা অন্তে বাণিজস (বাণিজস্য), বণিজস (বণিজঃ), বাণিকস পুতস (বণিজস্য পুত্রস্য) খোদিত থাকায়, আমরা তাঁহাদিগকে বণিক্ বলিয়া জানিতে পারি। "ইসিগুতস বণিজস দানং"—"সিরিগুতস বাণিজস দানং" †—এতদ্দ্বারা আমরা ঋষিগুপ্ত ও শ্রীগুপ্তকে বণিক্ বলিয়া জানিতে পারিতেছি। যদি বণিজস ও বাণিজস এই উপপদ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের জাতি নির্ণয় করিতে পারিতাম না, কারণ প্রাচীনকালে ও মধ্যকালে সকল বর্ণের লোকই দেবান্ত, ভূত্যন্ত, দত্তান্ত এবং গুপ্তান্ত নামের ব্যবহার করিয়াছেন, এ কারণ নামের অন্তে বণিক্ শব্দ থাকা আবশ্যক। বিবেচনা হয়, ব্রাহ্মণেরা যেমন যথারুচি শর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা উপপদের ব্যবহার করেন, তদ্রূপ বণিকেরা যথারুচি বণিক্, সুবর্ণবণিক্ ও দেববণিক্ উপপদের ব্যবহার করিতে পারেন।

---

* বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এই অনাথপিণ্ডদ সুদত্ত, শ্রাবস্তী নগরের মহাধন বণিক্ এবং রাজা প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি বহুকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া রাজপুত্র জেতের জেতবন নামক উদ্যান ক্রয় করিয়া ভগবান্ বুদ্ধকে অর্পণ করেন ও তথায় বিহারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

† Inscriptions from Sanchi Stupa, Epigraphia Indica, VOL, II p.p. 102—107.

ভুতি উপপদ।

আপনি ভুতি উপপদ সম্বন্ধে যে বিদ্রূপের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি কখনও শুনি নাই, সুতরাং কাতর হওয়া দূরের কথা। স্মরণ হয়, বাল্যকালে ভুতি নামক একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম, সে আমাদের বারবাড়ীর উঠান ঝাঁট দিত। যাহা লোক বিদ্বিষ্ট, শাস্ত্রকারেরা তাহার নিষেধ করিয়াছেন—ভুতি শব্দের উপর যদি সুবর্ণবণিক্‌দের দ্বেষ জন্মে, তাহা হইলে উহা কিছুতেই ব্যবহৃত হইবে না।

বিবিধ।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥ (বৃহস্পতিঃ)।

পূর্ব্ব পত্রে আমি লিখিয়াছিলাম যে, ভারতের কুত্রাপি বণিক্ জাতির ১৫ দিন অশৌচ চলিত নাই—পুরাকালে আমাদের ত্রয়োদশ দিনে অশৌচান্ত হইত এবং প্রাচীন স্মৃতি গৌতমসংহিতার বিধানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উচিত—ইহাতে আপনি সংশয়ান্বিত হইয়া মন্বাদি বহু স্মৃতিগ্রন্থের উদ্‌ঘাটনাদি করেন। প্রথমে, মনুস্মৃতি ও মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতি সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত হেমাদ্রি কি বলিয়াছেন, শুনুন—

মনুসংহিতা।

যত্তাবদুক্তং মনুস্মৃতেঃ শ্রুতিতুল্যত্বেন বিধেঃ বিরুদ্ধ স্মৃত্যন্তরেভ্যো বলীয়স্ত্বমিতি তৎকল্পনামাত্রং বৃহস্পতিবচনং তু মন্বর্থবিপরীতানাং বুধাদি স্মৃতীনামপ্রামাণ্যমাহ। মনু শিষ্ট ত্রৈবর্ণিক স্বীকৃতানাং কাত্যায়নাদি স্মৃতীনাং বেদার্থ প্রতিবদ্ধত্বাদিত্যপ্রামাণ্য হেত্ববিদ্যমানত্বাৎ। অতো মনুশব্দেনাত্র সর্ব্বে বেদার্থস্মর্ত্তারঃ কাত্যায়নাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে। অথবা মন জ্ঞান ইতি ধাতুপাঠাৎ বেদার্থ জ্ঞানবান্ মুনির্ম্মনুরুচ্যতে। তস্মান্মনুস্মৃতি বিরোধেঽপি কাত্যায়নাদি স্মৃতীনাং নাপ্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি।

(চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি, পরিশেষ খণ্ড, প্রঃ ভাঃ ২০৮ পৃ, এবং দ্বিঃ ভাঃ ৪৭৬ পৃ)

মনুস্মৃতি বেদের তুল্য, অতএব তাহার বিধান অন্যান্য বিরুদ্ধ স্মৃতি হইতে বলবান্—একথা কল্পনামাত্র। বৃহস্পতির বচনটী মনুর বিপরীত বুধাদি স্মৃতিকে অপ্রমাণ বলিয়াছে। কিন্তু শিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মান্য কাত্যায়নাদি স্মৃতি সমূহে বেদের তাৎপর্য্য গ্রথিত আছে বলিয়া ঐ সকল স্মৃতি অপ্রমাণ নহে। অতএব বৃহস্পতি উক্ত মনু শব্দে বেদার্থ স্মরণকর্ত্তা কাত্যায়নাদি মুনিদিগকে মনু বলা হইয়াছে, অথবা মন ধাতুর অর্থ জ্ঞান, এই হেতু, বেদের অর্থ যিনি জানেন, এরূপ মুনিকে মনু বলে; তাহাতেই মনুস্মৃতির সহিত বিরোধ হইলেও কাত্যায়নাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য হয় না।

হেমাদ্রির মীমাংসা বাক্যের অনুসরণ করিয়া গৌতমাদি স্মৃতি সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলিতেছি। শুদ্ধ তাহাই নয়—দুইটী কারণে গৌতমের বিরুদ্ধ মনুবচন আদৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ। উক্ত কল্প বলিতে কল্পসূত্র—ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র। যাহাকে আমরা গৌতমসংহিতা বলিয়া জানি, ওখানি গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্র *, সুতরাং বেদাঙ্গ। স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে বেদাঙ্গই গরীয়ান্ হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা মনুর সংহিতাকে যে আকারে দেখিতেছি—উহা তাদৃশ প্রাচীন নহে। বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তার বুহ্লার, গৌতমের ও বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রে মানব-ধর্ম্মসূত্রের গদ্য ও পদ্য বচন ধৃত আছে দেখাইয়াছেন এবং বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রে মানবধর্ম্ম-সূত্রের যে গদ্য ও পদ্য অংশ ধৃত আছে, বর্ত্তমান মনুসংহিতায় ঐ গদ্য অংশ নাই এবং একটী পদ্য অবিকল আছে ও একটী পদ্যের কিঞ্চিৎ রূপান্তর করা হইয়াছে, ইহাও দেখাইয়াছেন †। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে বর্ত্তমান মনুসংহিতা খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ অগ্র বা পশ্চাৎকালে মনুর ধর্ম্মসূত্র হইতে পরিবর্ত্তনের ‡ সহিত শ্লোকচ্ছন্দে সঙ্কলিত। একালে আদিম মানবধর্ম্মসূত্র লুপ্ত হইয়াছে, অদ্যাপি উহার উদ্ধার হয় নাই।

গৌতম বচনের গুরুতরত্ব।

---

* পশ্চাৎ এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাইবে।

† See Dutt's Ancient India. Peo. Edi. pp. 220. 289.

‡ অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়ে দেখা যায়, মহাভারতকর্ত্তা, মনুর দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতের ও বিধি ব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমান মনুসংহিতোক্ত মতের ও বিধি ব্যবস্থার অনেক আশ্চর্য্য অনৈক্য রহিয়াছে।

এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রকাশিত মদন পারিজাতের ৬১১ পৃষ্ঠায় এই গদ্য মনুবচন পাইলাম—

অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাম্।
দ্বিজবর্য্যানুগ্রহায় প্রসাদয়ে ॥
আসনং গৃহ্নে পূতং জ্ঞানাগ্নিশুদ্ধেন করেণ ইতি।

একালে অল্পই সূত্রগ্রন্থ বিদ্যমান আছে—ভূরি ভূরি সূত্রগ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে। উপরিধৃত বচন যে মানবকল্পসূত্রের, তাহাতে সন্দেহ নাই—সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিলাম, কুমারিল স্বামীর টীকার সহিত মানব কল্পসূত্রের কিয়দংশ আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, মহাভারত রচনাকালের ও সূত্রকালের বহু শতাব্দ পরে এবং পৌরাণিক কালের কয়েক শতাব্দ পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান মনু-সংহিতা পুনঃ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার পরিচায়ক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ও ঐতিহাসিক-দিগের হৃদয়হারী ও কৌতুকাবহ হইবার যোগ্য উদাহরণ-পরম্পরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—বনপর্ব্ব ৩৩ অধ্যায়ে—

মহাভারতের কালে নারীদের বেদাধ্যয়ন।

অপি চৈতাঃ স্ত্রিয়ো বালাঃ স্বাধ্যায়মধিকুর্ব্বতে।
এই সকল বালা স্ত্রীগণও বেদ অভ্যাস করিতেছেন।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে—

পাণিগ্রহণাদি গৃহ্যং পরিচরেৎ স্বয়ং পত্ন্যপিবা পুত্রঃ কুমার্য্যন্তেবাসী বা।

পাণিগ্রহণের কাল হইতেই স্বয়ং পত্নীও বা পুত্র, কুমারী বা অন্তেবাসী গৃহ্য অগ্নির পরিচর্য্যা করিবেন।

গোভিল গৃহ্যসূত্রে—

কামং গৃহ্যেগ্নৌ পত্নী জুহুয়াৎ সায়ংপ্রাতর্হোমৌ গৃহ্যাঃ পত্নী গৃহ্য এবোঽগ্নির্ভবতীতি।

"পত্নীকে গৃহ্যা (গৃহকার্য্যের উপযোগিনী) বলা যায় এবং এই অগ্নিকেও গৃহ্য (গৃহকার্য্যের উপযোগী) বলা যায়; অতএব পত্নী ইচ্ছা করিলে সায়ং বা প্রাতঃ উভয় হোমই করিবে।"

অগ্নির পরিচর্য্যা ও অগ্নিতে হোম করিতে হইলেই "অদিতেঽনুমন্যস্ব" "অগ্নয়ে স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্র বলিতে হয়। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, নারীগণ একালে বেদ অভ্যাস করিতেন। বিবাহকালেও কন্যা "স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতুনামুতঃ স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতেন।

হারীত * বলিতেছেন—

দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যো বধ্বশ্চ তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়ন মগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা চর্য্যেতি। সদ্যো বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহ কার্য্য ইতি।—(মদন পারিজাত)।

স্ত্রীলোক দ্বিবিধ—ব্রহ্মবাদিনী (ব্রহ্মচারিণী), এবং সদ্যবধূ—তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, অগ্নির শুশ্রূষা, বেদের অধ্যয়ন এবং নিজগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ হইবে। সদ্যবধূ বলিতে যাঁহাদের সদ্যই বিবাহ উপস্থিত, এরূপ কন্যাগণের কোনও প্রকারে উপনয়ন মাত্র করাইয়া বিবাহ দিবে।

তারপর দেখুন, বহুকাল পরে যম † বলিতেছেন—

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥
পিতাপিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্য্যা বিধীয়তে।
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ।

(পরাশর মাধব)।

* হারীত ধর্ম্মসূত্র, প্রাচীনশাস্ত্র। সূত্রকালের ধর্ম্মসূত্রকর্ত্তা বৌধায়ন, বশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব, হারীতের নাম করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগে ও হারীতের সূত্রবচন সকল ধৃত আছে। হারীতের ধর্ম্মসূত্র, অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় যে আদ্যোপান্ত শ্লোকময়ী হারীতসংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে, উহা উত্তরকালে পুনঃসঙ্কলিত মাত্র।

† ধর্ম্মসূত্রকার বশিষ্ঠ, যমের নাম করিয়াছেন। ৭৮ শ্লোকাত্মক যে মুদ্রিত যমস্মৃতি দেখা যায়, উহা বশিষ্ঠোক্ত নহে—আধুনিক।

উত্তরকালে পুনঃসঙ্কলিত ও অপ্রাচীনস্মৃতি সমূহের সহিত বিরোধ হয় দেখিয়া মাধবাচার্য্য ও মদনপাল প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া হারীতবচনের কল্পান্তর বিষয়ত্ব কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রমাণস্থলে "পুরাকল্পে" ইত্যাদি যম বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পুরাকালে কুমারীদের মেখলা ধারণ, বেদের অধ্যাপন ও সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসনা হইত। (অতএব) পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতা কুমারীকে অধ্যয়ন করাইবেন—অপর কেহ অধ্যয়ন করাইতে পারিবে না। কন্যার স্বীয় গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ হইবে—কন্যা, অজিন, চীর ও জটাধারণ করিবেন না।

ভগবদ্গীতায়—

মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃপাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃপুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

হে অর্জ্জুন, যাহারা পাপাচার অন্ত্যজ, পাপিনী স্ত্রী, কেবল কৃষি ও পশুপালন নিরত অধম বৈশ্য ও পাক-যজ্ঞাদি হীন অধম শূদ্র—তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়; পুণ্যকর্ম্মা ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষির কথা আর কি বলিব।

ব্যাস সংহিতায়—

অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা।
একদেশে পরোক্তে তু ন তু গ্রন্থ পুরঃসরে।
ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তে সম্যগ্ ভক্তিমতাং হরৌ।
আহুরপ্যুত্তম স্ত্রীণামধিকারস্তু বৈদিকে।
যথোর্ব্বশী যমীচৈব শচ্যাদ্যাশ্চ তথাপরা।

(ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আনন্দ তীর্থধৃত ব্যাসসংহিতা বচন) *

যাহারা অন্ত্যজ, তাহারা যদি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের †) ভক্ত হয়, তাহা হইলে

---

* শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমি ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ২ পৃ। কলিকাতায় মুদ্রিত যে ব্যাসসংহিতা দেখা যায়, তাহাতে আনন্দতীর্থ ধৃত ঐ শ্লোক ৩টি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে "বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ" ইত্যাদি প্রক্ষিপ্ত সার্দ্ধ এক শ্লোক আছে। তৎপরবর্ত্তী "দর্শনাদর্কবীক্ষণং" ইত্যন্ত শ্লোকের পর, আনন্দতীর্থ ধৃত তিনটি শ্লোক বসাইলে অসঙ্গত হয় না।

† বহু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে যে শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়, তাহা আমি অগ্রে জানিতাম না, তাহাতেই গোবিন্দ চন্দ্র গীতের টীকায় অন্যরূপ লিখিয়াছিলাম।

তাঁহার নাম ও জ্ঞানের অধিকারী হইবে। অধম স্ত্রী, অধম শূদ্র, অধম ব্রাহ্মণ, অধম ক্ষত্রিয় ও অধম বৈশ্য,—ইহাদের বেদোক্ত জ্ঞানে অধিকার আছে। অপরের কথিত বেদের একাংশ শ্রবণ করিবে—বেদপাঠ শুনিতে পাইবে না—কেবল হরিতে সম্যক্ ভক্তিমান্ ত্রিবর্ণের বেদোক্ত বিষয়ে এই ব্যবস্থা। কেহ কেহ বলেন, উত্তম স্ত্রীদের বেদোক্ত বিষয়ে অধিকার আছে—যেমন, উর্ব্বশী, যমী, শচী আদি ও অপরা।

উর্ব্বশী, যমী ও শচী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের মন্ত্রকর্ত্রী। উর্ব্বশী ৯৫ সূক্তের, যমী ১০ সূক্তের কয়েকটি ঋক্ ও ১৫৪ সূক্তের ঋক্ সমুদয় এবং শচী ১৫৯ সূক্তের ঋক্ সমূহ রচনা করেন। 'আদি' শব্দ দ্বারা ঐ মণ্ডলের অন্যান্য মন্ত্র রচয়িত্রী শ্রদ্ধা কামায়নী, ঘোষা, সূর্য্যা প্রভৃতি নারীগণকে বুঝাইতেছে। 'অপরা' কে? ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্কর্ত্রী রোমশা বা পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্ত রচয়িত্রী আত্রেয়ী বিশ্ববারা বা ৮ মণ্ডলের ৯১ সূক্তকর্ত্রী আত্রেয়ী অপালা। ইঁহাদের বাক্য বেদ হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ 'বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে বিনিবেশিত গার্গী ও মৈত্রেয়ীর বাক্যগুলিও বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়'।

তারপর মনুসংহিতায়—

কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা ॥
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥

কন্যাকেও পালন করিবে—অতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দিবে এবং ধন ও রত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে দান করিবে। স্ত্রীলোকের বিবাহ ব্যবস্থাই (উপনয়ন

ললিত বিস্তরের গাথা—যাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে রচিত বলিয়া অনুমান করি—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম আছে—

রূপং বৈশ্রবণাতিরেক সদৃশং ব্যক্তং কুবেরোহ্যয়ং
আহো বজ্রধরস্য বৈষ প্রতিমা চন্দ্রোঽথ সূর্য্যোহ্যয়ম্।
কামোঽঙ্গাধিপতিশ্চ বা প্রতিকৃতী রুদ্রস্য কৃষ্ণস্য বা
শ্রীমান্ লক্ষণচিত্রিতাঙ্গ অনঘো বুদ্ধোঽথবা স্যাদয়ং।

(১৪৯ পৃ)

ললিত বিস্তরের গদ্য অংশে—"অথ কৃষ্ণো মহোৎসাহঃ" (১৪৮ পৃ)

নামক) বৈদিক সংস্কার বলিয়া কথিত আছে। পতিসেবাই গুরু কুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই অগ্নির পরিচর্য্যা।

অবশেষে পুরাণে—

স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

(অধম) স্ত্রী, (অধম) শূদ্র, অধম ব্রাহ্মণ, অধম ক্ষত্রিয় ও অধম বৈশ্য— ইহারা বেদ শ্রবণের অনধিকারী।

হারীতের উত্তরকাল হইতে ভারতীয় আর্য্য নারীদের উপনয়ন সংস্কার রহিত হইয়া গিয়াছে। পারসিক আর্য্য নারীদের মধ্যে ঐ সংস্কার লুপ্ত হয় নাই। ইহাঁদের পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও উপবীত ধারণ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। দ্বিসপ্তপ্তি পসমি সূত্রে নির্ম্মিত ইহাঁদের উপবীতের নাম কুষ্টি। ইহাঁরা সাগ্নিক— দিব্য অগ্নির সংগ্রহ করেন *।

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনি বৈশ্যের ১৫ দিন অশৌচের পক্ষে আর যে সকল শাস্ত্রের নাম করিয়াছেন, সেগুলি তাদৃশ প্রাচীন নহে—কোন কোনটি আদিম ধর্ম্মসূত্র হইতে পরিবর্ত্তিত, প্রতিলিখিত ও উত্তরকালে শ্লোকচ্ছন্দে পুনঃসঙ্কলিত এবং কোন কোনটি পৌরাণিক কালে রচিত †।

* বহু বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় একটি নারিকেল গাছে বজ্রপাত হইলে, এখানকার পারসিকগণ, বিদ্যুদগ্নি সংগ্রহ করিয়া চলা পথে ঐ অগ্নি মুম্বয়ীনগরে পাঠাইয়া দেন। গোভিল-গৃহ্য-সূত্রে বৈশ্যকুল হইতে বা অম্বরীষ হইতে অগ্নি সংগ্রহের বিধি আছে। এদেশের এক প্রধান পণ্ডিত, অম্বরীষ হইতে অগ্নি সংগ্রহের ভাষ্যে বলেন—"অম্বরীষাৎ ভ্রাষ্টাৎ যবাদি ভর্জ্জন পাত্রাৎ"—আর এক প্রধান পণ্ডিত অনুবাদে বলেন"ভ্রাষ্ট হইতে"—আর এক প্রধান পণ্ডিত অর্থ করেন "ভর্জ্জন স্থানাৎ"। ভ্রাষ্ট বলিতে ভাজনা খোলা। কিন্তু ভাজনা খোলা হইতে অগ্নির আহরণ করিতে হইবে, এরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, এ স্থানে অম্বরীষ বলিতে সূর্য্য—সূর্য্যকান্তমণি বা আতসী কাচ দ্বারা সূর্য্য হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া ধারণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রার্থ। নিরুক্ত ৭ অধ্যায়ে সূর্য্য কিরণে কাংস্য বা স্ফটিক ধারণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন কথিত আছে। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ম পঞ্চিকা ২য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ডে "দিব্যাগ্নি" কথিত আছে। সায়ণাচার্য্য উহাকে "বৈদ্যুতঃ" বলিয়াছেন।

† See Dutt's Ancient India, Peo. Edi, pp. 656—61.

একালে গৌতম, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব এই চারি খানি প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র রক্ষা পাইয়াছে—তন্মধ্যে গৌতমের ধর্ম্মসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই শাস্ত্রে বৈশ্যের দ্বাদশ রাত্র মৃতাশৌচ লিখিত থাকায় এবং ১৩ দিন গাছে জল দেওয়া আদির রীতি প্রচলিত থাকায়, আমি স্বজাতিদিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীশিবভূতির পত্র নামক পুস্তিকায় দ্বাদশ অহো-রাত্র্যন্তে শুদ্ধি, এইরূপ ব্যাখ্যা যাহা করিয়াছিলাম, তাহা শাস্ত্রানুগত ও যুক্তিসিদ্ধও বটে। যখন আচার ব্যবহারের সহিত শাস্ত্রের ঐক্য দেখাইয়া বণিক্‌দিগকে আকৃষ্ট করিতে পারা যাইতেছে না, তখন কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিলে তাঁহারা শুনিবেন কেন? আপনি আমার যুক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত—আপনি বলেন, "আমার বৃদ্ধ মাতা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে—কলিকাতায় সকল ঘরেই বেলাগাছে ৩০ দিন জল সেচনের প্রথা আছে"। এতদুত্তরে বক্তব্য এই—আপনারা সহর সপ্তগ্রামে বাস করিয়া কোন কোন প্রাচীন আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের রাঢ়ীয়দের পল্লীগ্রামেই বাস ছিল, তাহাতেই আমরা কোন কোন প্রাচীন আচার ব্যবহারের ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিতে পারিয়াছি। সে যাহা হউক, ১৩ দিন গাছে জল দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকিলেও উহা দ্বারা পুরাকালে সুবর্ণবণিক্‌দের ১৩ দিনে অশৌচান্ত হইত, ইহা প্রমাণিত না হইতে পারে—হইতে পারে যে, দশ দিনে অশৌচান্ত হইত, তাহাতেই প্রথম ১০ দিন গাছে জল দেওয়ার রীতি ও প্রথম ৯ দিন আহার্য্যের কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে এবং অশৌচের শেষ ৩ দিন গাছে জল দেওয়ার রীতি মাসাশৌচ গ্রহণকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

গৌতমস্মৃতির বিশেষত্ব।

শাস্ত্রকার গৌতম, সামবেদী ছিলেন। চরণব্যূহ অনুসারে, সামবেদের রাণায়ণীয় শাখার ৯ অবান্তর শাখার অন্যতম শাখার নাম "গৌতমাঃ"—সামবেদের বংশ ব্রাহ্মণে গৌতম (গোতম বংশীয়) সুমন্ত, গাতা, রাধ ও সঙ্কর, এই চারিজন আচার্য্যের নাম পাওয়া যায় এবং সামবেদের লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রে দুই গৌতমের বচন ধৃত আছে—বংশ ব্রাহ্মণের "নম ঋষিভ্যঃ" ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লেখেন 'অতীন্দ্রিয় দর্শিভ্যঃ সামবেদ প্রষ্টৃভ্যো গৌতমাদিভ্যো নমঃ"—এতাবতা অনুমান হয়, অনেক গৌতমশাখা বিদ্যমান ছিল, এবং গৌতমীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, উল্লিখিত কোনও গৌতমশাখার কল্পসূত্রের অন্তর্গত।

চরণব্যূহকর্ত্তা পারাশরীয় ব্যাস *, ঋগ্বেদাদির যে গোত্রাদি নিরূপণ করিয়াছেন; তাহা এই স্থানে দেখাইতেছি—

	গোত্র	দেবতা	ছন্দ	বর্ণ	বিশেষগুণ।
ঋগ্বেদের	আত্রেয়	ব্রহ্ম	গায়ত্র	রুক্ম	পদ্মপত্রায়তাক্ষ ইত্যাদি।
যজুর্ব্বেদের	ভারদ্বাজ	রুদ্র	ত্রৈষ্টুভ	তাম্র	কৃশ, দীর্ঘ ”।
সামবেদের	কাশ্যপ	বিষ্ণু	জাগত	আদিত্য	নিত্যস্রগ্বী, শুচি ” †।
অথর্ব্ববেদের	বৈজান	ইন্দ্র	আনষ্টুভ	কৃষ্ণ	তীক্ষ্ণ, চণ্ড, কৃষ্ণ ”।

পুরাণে—পূজ্যা দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো
যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নবার্কবর্ণাঃ।
তথা বিশাং যে কনকাবদাতা
নীলীনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ॥

এতাবতা অনুভূত হইতেছে যে, ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয়, সামবেদ বৈশ্য, অথর্ব্ববেদ শূদ্র এবং ব্রাহ্মণাদিবর্ণের তত্তৎবর্ণ। আরও জানা যাইতেছে; বৈশ্যের পক্ষে সামবেদীয় গোতম ধর্ম্মসূত্রই অন্যান্য বেদের ধর্ম্মসূত্র অপেক্ষা মান্য। সামবেদের ছন্দ, জাগত বা জগতী। কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

সাবিত্র্যা ব্রাহ্মণমুপনয়েত্ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং সর্ব্বেষাং বা সাবিত্রীতি।

---

* সামবেদের "সামবিধান ব্রাহ্মণ" রচনার পূর্ব্বে ব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন। এই ব্রাহ্মণের ৩য় প্রপাঠকের ৯ম খণ্ডে "ব্যাস-পারাশর্য" কথিত আছেন।

† মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে সামবেদের নিন্দা আছে—

সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্যচ। ১২৩।
ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃপিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ। ১২৪।

ব্যাস, সামবেদকে শুচি বলিয়াছেন, সুতরাং তাহার ধ্বনিও শুচি। সামবেদের ব্রাহ্মণভাগে ঋগ্বেদের আচার্য্যদের নিন্দা করা হইয়াছে দেখিয়া মনুসংহিতা সঙ্কলনকর্ত্তা, সামবেদের ধ্বনিকে অশুচি বলিয়া থাকিবেন। সামবেদের ধ্বনি অশুচি! কি ভয়ানক কথা! মনুসংহিতার সামবেদী টীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িলেন—কি করিয়া মনুর বিপরীত বাক্য বলিবেন? অতএব পাণ্ডিত্যবলে লিখিলেন—সামবেদঃ পিতৃদেবকত্বাৎ পিত্র্যঃ, পিতৃকর্ম্ম কৃত্বা জলোপস্পর্শনং স্মরন্তি। তস্মাত্তস্যাশুচিরিব ধ্বনিঃ নত্বশুচিরেব।

সূর্য্যদৈবত গায়ত্রীছন্দের মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণের, সূর্য্যদৈবত ত্রিষ্টুভছন্দের মন্ত্রদ্বারা ক্ষত্রিয়ের, সূর্য্যদৈবত জগতীছন্দের মন্ত্র দ্বারা বৈশ্যের বা তিনবর্ণেরই সূর্য্যদৈবত গায়ত্রীছন্দের মন্ত্রদ্বারা উপনয়ন করাইবে।

শাতাতপ বলেন—

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্য মিতি সাবিত্রী ব্রাহ্মণস্য।
দেব সবিতরিতি রাজন্যস্য বিশ্বারূপাণীতি বৈশ্যস্য॥

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ইত্যাদি সূর্য্যদৈবত মন্ত্র ব্রাহ্মণের, দেবসবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং ইত্যাদি সূর্য্যদৈবত মন্ত্র ক্ষত্রিয়ের এবং বিশ্বারূপাণি প্রতিমুঞ্চ ইত্যাদি সূর্য্যদৈবত মন্ত্র বৈশ্যের।

শুক্ল যজুর্বেদে ১৪ অধ্যায় ৯ কণ্ডিকায়—

জাতিভেদের প্রথম অস্পষ্ট ছায়া।

মূর্দ্ধাবয়ঃ প্রজাপতিশ্ছন্দঃ ক্ষত্রংবয়ো ময়ন্দগুন্দো বিষ্টম্ভো-বয়োধিপতিশ্ছন্দো বিশ্বকর্ম্মাবয়ঃ পরমেষ্ঠীশ্ছন্দো * * *।

প্রজাপতি ছন্দের প্রভাবে প্রধান জাতি (ব্রাহ্মণ) সৃজন করিয়াছেন। প্রজাপতি ছন্দের প্রভাবে সুখদ ক্ষত্রজাতি (ক্ষত্রিয়) সৃজন করিয়াছেন। প্রজাপতি ছন্দের প্রভাবে স্তম্ভনকারী (ধনাদির সঞ্চয়-কারী, বৈশ্য) সৃজন করিয়াছেন। প্রজাপতি ছন্দের প্রভাবে বিবিধ কর্ম্ম-চারী জাতি (কর্ম্মকার চর্ম্মকারাদি, শূদ্র) সৃজন করিয়াছেন।

(শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমি-সামগের অনুবাদ)।

বশিষ্ঠ ঋষি, ঐ যজুর্ব্বচন স্মরণ করিয়া এই সূত্র করেন—

গায়ত্র্যা ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজৎ ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং
ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্যসংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়তে। (৪ অ)।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রজাপতি গায়ত্রীছন্দ দ্বারা ব্রাহ্মণকে, ত্রিষ্টুভ ছন্দ দ্বারা রাজন্যকে ও জগতীছন্দ দ্বারা বৈশ্যকে সৃজন করেন। শূদ্র *, কোনও ছন্দ দ্বারা নির্ম্মিত নয়, বশিষ্ঠের এই মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হউক, বিষ্ণু যে বৈশ্য, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত আছে—

---

* এককালে বিশিষ্ট শূদ্রের বেদে অধিকার ছিল। "ছান্দোগ্য উপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রুতি আখ্যায়িকায় লিখিত আছে—রৈক্যঋষি, জানশ্রুতি রাজাকে শূদ্র জানিয়াও বারবার তাঁহাকে শূদ্র সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ বেদবাক্য দ্বারা সংবর্গ বিদ্যার উপদেশ দেন"।

স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি। (১৪।৪।২।২৫)।

সকলেই জানেন বিষ্ণু আদিত্যদিগের কনিষ্ঠ। ইনি কনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বদেবগণের উত্তম—তথাহি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—

অগ্নির্বৈদেবানামবমো বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং পরম স্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতা (ঃ)। (১ প। ১ অ। ১ খণ্ড)।

ঋগ্বেদ ১ম, ২৩ সূ, ২০ ঋক্ এই—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।

আকাশে সর্ব্বতোবিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন। (শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)।

ঐ ঋকের রাবণকৃত ভাষ্য পাওয়া যায়। রাবণের পাণ্ডিত্য দেখুন—

বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্যাঽপি পরমাত্মনঃ। তৎ পরমং পরমার্থিকং পদং অভিব্যক্তি স্থানং। দিবি মূর্দ্ধ্নি ভ্রূমধ্যে বর্ত্ততে। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি শ্রুতেঃ। সত্যজ্ঞানানন্দাত্মকং বিষ্ণোঃ পদম্। তৎ কিম্। যৎ সূরয়ো মহানুভাবাশ্চক্ষুরাততং বিস্তৃতমিব কৃত্বা সদা অব্যবধানেন পশ্যন্তি নিরন্তরং সাক্ষাৎ কুর্বন্তি। যদ্বা চক্ষুরর্থপ্রকাশকম্। ইব এব কারার্থে। আততমপরিচ্ছিন্নমেব যথা স্যাৎ তথা পশ্যন্তি।

বনপর্ব্ব ২৬০ অধ্যায়ে—

ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যং বিদুঃ॥

অশৌচ।

এই স্থানে কলিকাতায় মুদ্রিত গৌতমসংহিতা হইতে চারিবর্ণের মৃতাশৌচ কাল সম্বন্ধীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

শাবমাশৌচং দশরাত্রমনৃত্বিগ্‌দীক্ষিতব্রহ্মচারিণাং সপিণ্ডানামেকাদশরাত্রং ক্ষত্রিয়স্য দ্বাদশরাত্রং বৈশ্যস্যার্দ্ধমাসমেকং মাসং শূদ্রস্য।

যিনি যাজন করিতেছেন না, যিনি (দীক্ষণীয়েষ্টি নামক শ্রৌত যজ্ঞে) দীক্ষিত হন্ নাই এবং যিনি (গুরুকুলে বাস করিয়া) অধ্যয়ন করিতেছেন না, এরূপ সপিণ্ডদিগের দশ (অহো) রাত্র, ক্ষত্রিয়ের একাদশ (অহো) রাত্র, বৈশ্যের দ্বাদশ (অহো) রাত্র, * (সগুণ) শূদ্রের অর্দ্ধমাস (এবং নির্গুণ শূদ্রের) এক মাস মৃতাশৌচ।

শাতাতপ—একাদশাহাদ্রাজন্যো বৈশ্যো দ্বাদশভিস্তথা।
শূদ্রো বিংশতিরাত্রেণ শুদ্ধ্যতে মৃতসূতকে ॥ †

ক্ষত্রিয় একাদশ অহো (রাত্রে), বৈশ্য দ্বাদশ (অহোরাত্রে), তথা শূদ্র বিংশতি (অহো) রাত্রে মরণে ও জননে শুদ্ধ হইবে।

বৃদ্ধ পরাশর—ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচি।
তথৈব দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ †

স্বকর্ম্মনিরত শুচি ক্ষত্রিয় দশ অহো (রাত্রে), তথা বৈশ্য দ্বাদশ অহো (রাত্রে, জননে ও মরণে) শুদ্ধ হইবে।

দেবল—এতৈ র্যুক্তস্য রাজ্ঞস্তু দ্বাদশৈকাদশাদশ।
বৈশ্যস্যৈবং পঞ্চদশদ্বাদশৈকাদশক্রমাৎ ॥ †

(জননে ও মরণে) সগুণ ক্ষত্রিয়ের ১০, ১১ এবং ১২, সেই প্রকার বৈশ্যের ১১, ১২ এবং ১৫ দিন (অশৌচকাল)।

শাতাতপ—সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং মৃতকে সূতকে তথা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥ ‡

শাতাতপ বলেন—জননে ও মরণে সকল বর্ণেরই ১০ দিনে শুদ্ধি হয়।

মদন পারিজাতে—

---

* গৌতম সূত্রানুসারে বৈশ্যের জাতাশৌচও দ্বাদশ রাত্র হইয়া থাকে। পারসিকদিগের জেন্দবেস্তা শাস্ত্রানুসারে প্রসূতির দ্বাদশরাত্র জাতাশৌচ হয়।
(Sacred Books of the East, Vol. IV. p. 63 দেখুন।)

† এ, সো, প্রকাশিত পরাশর মাধব। আচারকাণ্ড, ৫৭৭ পৃ।

‡ মিতাক্ষরা, অশৌচ প্রকরণ।

পরাশরাঙ্গিরঃ শাতাতপবশিষ্ঠৈঃ ক্ষত্রিয়স্য দশাহেন বিংশতি রাত্রেণ চ, বৈশ্যস্য দ্বাদশাহেন বিংশতিরাত্রেণ চ, শূদ্রস্য বিংশতিরাত্রেণ, সর্ব্বেষাং বর্ণানাং দশাহেন চ, মৃতকে সূতকে শুদ্ধিরিত্যভিহিতম্।

এতাবতা অনুভূত হইতেছে যে, বৈশ্যের পক্ষে অশৌচকাল ১০।১১ এবং ১২ দিন উৎকৃষ্ট কল্প এবং ১৫ ও ২০ দিন নিকৃষ্ট কল্প।

চারিবর্ণেই একাদশ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারেন—

বৃদ্ধবশিষ্ঠ—একাদশেঽহ্নি যচ্ছ্রাদ্ধং তৎসামান্যমুদাহৃতম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং সূতকন্তু পৃথক্ পৃথক্॥ *

চারিবর্ণেই একাদশ দিনে অশুদ্ধ অবস্থায় আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারেন। কর্ত্তার তাৎকালিক শুদ্ধি ও পুনর্ব্বার অশুদ্ধি হয়—

শঙ্খ ও লোগাক্ষি—আদ্যশ্রাদ্ধ মশুদ্ধোঽপি কুর্য্যাদেকাদশেঽহনি।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেবসঃ॥ *

দ্বাদশদিনে শ্রাদ্ধও অশাস্ত্রীয় নহে—

ব্যাস— † দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষেচ ষণ্মাসে মাসিকাব্দিকে।
শ্রাদ্ধানি ষোড়শৈতানি সম্মতানি মনীষিভিঃ॥ *

আশ্বলায়নের মতে মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশ (অহো) রাত্র দান ও অধ্যয়ন বর্জ্জন করিতে হয়—

দ্বাদশরাত্রং বা মহাগুরুষু দানাধ্যয়নে বর্জয়েরন্। ‡
৪।৪।১৭।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র একখানি প্রাচীন সূত্রশাস্ত্র। ইহার বিধান অনুসারে ত্রিবর্ণের মহাগুরু নিপাতে ১২ দিনের মধ্যে শ্রাদ্ধীয় দানাদি কার্য্য হইতে পারে না, অতএব বৈশ্যের পক্ষে দ্বাদশ রাত্রের পর ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ দিনে শ্রাদ্ধীয় দানাদি কার্য্য হইতে পারে।

* এ, সো প্রকাশিত মদন পারিজাত। ৬১৩-৪ পৃ।

† এই ব্যাস-বচন ও হেমাদ্রি-মদনপাল-ধৃত আরও অনেক ব্যাস-বচন কলিকাতায় মুদ্রিত ব্যাস সংহিতায় নাই।

‡ মদন পারিজাতে এই সূত্রটি ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে "বা" নাই।

উচ্চশ্রেণীর বৈশ্যদিগের আচার ব্যবহারে দেখা যায়,—যোধপুরের স্বরগোত্তি অগ্রবাল বণিক্‌দের ১২ দিনে এবং তাঁহাদের মেয়েদের ১৩ দিনে মৃতাশৌচের অন্ত হয়। কাশী, কোশল, ভরতপুর, গুজরাট্ প্রভৃতি দেশের বণিক্‌দের ত্রয়োদশ, দিনে শুদ্ধি হয় ‡। মথুরা মণ্ডলের উপবীতী অগ্রবাল, বারহসেনী, খণ্ডেলবাল বণিয়া, গুজরাটের উপবীতী শ্রীমালী, পোরবাল প্রভৃতি বাণিয়া এবং গয়ার গন্ধবণিয়াদের * পিপল গাছে জল দেওয়ার রীতি ৯ দিন; ক্ষৌরি ১০ দিনে। কেহ কেহ বলেন, দশ দিনে শুদ্ধি হয়। কিন্তু দশ দিনে সম্যক্ শুদ্ধি হয় না—বৃন্দাবনের অগ্রবাল বণিক্‌দের ব্যবহারে দেখা যায়, মৃতাশৌচে ১০ দিনে ক্ষৌরি, ১০ দিনে ১০ পিণ্ডদান, ১১ দিনে "একাদশা" অর্থাৎ একাদশ পিণ্ড দেওয়া হয়। ১০ ও ১১ এই দুই দিন শ্রাদ্ধ হয়—পুরাণ শয্যা বা মলিন শয্যা মহাব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়। দ্বাদশদিনে † "সপিণ্ডী" অর্থাৎ চাউল চূর্ণ করিয়া পিণ্ড দেওয়া হয়। ১৩ দিনে ব্রাহ্মণ ভোজন ও কুটুম্ব ভোজন। মাড়বারের মাহেশ্রী বণিয়াগণ তৃতীয় দিন হইতে একাদশ দিন পর্য্যন্ত এই নয় দিন পিপল গাছে জল দেন—দ্বাদশ দিন † পর্য্যন্ত পিণ্ডদান করেন—শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজন এই দিনেই হয়।

উচ্চশ্রেণির বৈশ্য দিগের অশৌচ সম্বন্ধীয় আচার।

---

‡ সুলতানপুর জেলার সুখিগ্রামে সরবার ব্রাহ্মণদের বাস আছে। এখানকার ব্রাহ্মণ, ছত্রি, বাণিয়া, সোনার, কায়েৎ ইত্যাদি জাতি মধ্যে এইরূপ রীতি আছে:—তৃতীয় ও দশম দিনে এক এক পিণ্ডদান—১২ দিন পিপলগাছে জলদান, দ্বাদশদিনে ক্ষৌরি ও শ্রাদ্ধ— এই দিন মহাব্রাহ্মণ বা মহাপাত্রকে দান দিতে হয়—ত্রয়োদশ দিনে শুদ্ধি ও ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। ভরতপুরের বণিক্, ক্ষেত্রী, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, এই সকল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের ৭ বা ৯ দিনে ক্ষৌরি এবং ১২ দিনে শ্রাদ্ধ বা শ্রাদ্ধীয় হোম হয়। গুজরাটের ব্রাহ্মণ, বণিয়া, সোনি প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ১০ দিনে ক্ষৌরি, ১১ ও ১২ দিনে শ্রাদ্ধ এবং ১৩ দিনে শুদ্ধি হয়—এই দিনে জাতি ভাইগণ, কর্ম্মকর্ত্তার গৃহে ভোজন করেন।

* এই গন্ধবণিক্‌দের উপবীত নাই—ইহাঁরা অধুনা আজিমগঞ্জ মুর্সিদাবাদে বাস করিতেছেন।

† যাবদাশৌচং তাবৎ প্রেতস্যোদকং পিণ্ডঞ্চ দদ্যুঃ।
(ইতি মাধবাচার্য্য ও মদনপাল ধৃত বিষ্ণুবচন)।
যতদিন অশৌচ থাকিবে, তত দিন প্রেতাত্মার উদ্দেশে উদক ও পিণ্ড দিবে।
আশৌচান্তে ততঃ সম্যক্ পিণ্ডদানং সমাপ্যতে।

বণিক্‌জাতি বৈশ্যশ্রেষ্ঠ।

পুরাকালে কোন কোন বৈশ্যগণ, বহু তপস্যায় বণিক্ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া নানাদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, আকর পোষণ, কুসীদ-ব্যবহার প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিতে হইত—দস্যুসঙ্কুল ও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-পথ দিয়া নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া দেশ-দেশান্তরে, সমুদ্রপার হইয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া যাইতে হইত। নানা শাস্ত্রে—বেদ, বেদাঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, বৌদ্ধশাস্ত্র ও জৈনশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় বণিক্‌গণ, একাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত ধন দ্বারা বাপি, কূপ, তড়াগ, দেবালয়, উদ্যান, ধর্ম্মশালা, রথ্যা প্রভৃতি লোকহিতকর স্থায়ী কার্য্য দ্বারা নিবাসীভূত নগরাদি অলঙ্কৃত করিয়া জনগণের আশীর্ভাজন হইয়া আসিয়াছেন। কর্ণেল্ Sleeman বলেন—এইরূপ মহৎ কার্য্য সকল, যদ্দ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক, এই শ্রেণীর লোকদিগের কৃত, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বণিকেরা রাজসভায় বা বিচার সভার সভ্য হইতেন—

কাত্যায়ন—কুলশীল বয়োবৃত্তবিত্তবদ্ভির মৎসরৈঃ।
বণিগ্ভিঃস্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতম্‌॥
(ব্যবহারতত্ত্ব ধৃত)।

শুক্রাচার্য্য—শ্রোতারো বণিজস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সুবিচক্ষণাঃ।
(শুক্রনীতিসারঃ)।

উচ্চশ্রেণীর বৈশ্য বলিয়া বণিক্ ও বিশ্ শব্দের প্রয়োগ যথা—

সভাপর্ব্বে—ব্রাহ্মণা বণিজশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ সহস্রশঃ।

অশ্বমেধপর্ব্বে—ব্রাহ্মণানাং বিশাঞ্চৈব বহুমিষ্টান্ন মৃদ্ধিমৎ।

আদিপর্ব্বে—নগরাণ্যন্বকীর্য্যন্ত বণিগ্‌ভিশ্চ মহাধনৈঃ।

ততঃ শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥
(ইতি মাধবাচার্য্য ধৃত মরীচিবচন)।

অশৌচের সম্যক্ অন্ত হইলে পিণ্ডদানের সমাপ্তি হয়—তার পর শ্রাদ্ধ দিতে হয়—সকল বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

রামায়ণে—পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ স্যাৎক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।

বণিগ্জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ॥

বণিক্ অর্থে বৈশ্য শব্দের প্রয়োগ যথা—

কর্ণপর্ব্বে—বেদাবাপ্তি ব্রাহ্মণস্তেহ দৃষ্টা রণে বলং ক্ষত্রিয়াণাং জয়োযুধি।

ধনশ্রেষ্ঠশ্চাপি ভবন্তি বৈশ্যাঃ শূদ্রারোগ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ সর্ব্বে॥

অনুশাসনপর্ব্বে—বেদান্ কৃৎস্নান্ ব্রাহ্মণ প্রাপ্নুয়াত্তু জয়েন্নৃপঃ পার্থ মহীঞ্চ কৃৎস্নাম্

বৈশ্যো লাভং প্রাপ্নুয়ান্নৈপুণঞ্চ শূদ্রো গতিং প্রেত্য যথা সুখঞ্চ॥

বনপর্ব্বে—ব্যবহাররতা বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কৃতে যুগে।

ষট্‌কর্ম্ম নিরতা বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বিক্রমে রতাঃ।

শুশ্রূষায়াং রতাঃ শূদ্রাস্তথা বর্ণত্রয়স্য চ।

গরুড়পুরাণে—বৈশ্যঃ সমুদ্রগমনং শূদ্রঃ কর্ম্ম যথেপ্সিতম্। (হেমাদ্রিধৃত)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।

বায়ুপুরাণে—ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।

ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥

একখানি জৈনগ্রন্থে—ইহাস্তিভরতক্ষেত্রে দেশেনাম্না কলিঙ্গকে।

ধনধান্য সমাকীর্ণে বসন্তপুরপত্তনম্।

প্রাসাদমন্দিরাকীর্ণ মারামসরঃশোভিতং

বসন্তি শ্রেষ্ঠিনো যত্র বহবো ধনদোপমাঃ॥

নিকৃষ্ট বৈশ্য, উৎকৃষ্ট শূদ্র এবং তাহাদের অশৌচ।

আপনার স্বস্ত্যয়নকারী মিথিলাবাসী ও ফতেপুরবাসী দুই ব্রাহ্মণ তত্তদেশস্থ বৈশ্যগণের ১৫ দিন অশৌচের কথা আপনাকে বলিয়াছেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই—তাঁহারা "বৈশ্"—তাঁহারা বণিয়া নহেন, অতএব তাঁহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীর বৈশ্য বলা যাইতে পারে না। ঢাকা ও ময়মনসিং জেলায় বৈশ্য আছেন—ইহাঁরা স্বয়ং কৃত কৃষি ত্যাগ করিয়া নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহাঁরা উপবীতী এবং বৈদ্য, কায়স্থ অপেক্ষা জাতি মর্য্যাদায় উচ্চ হইলেও বণিক্ নহেন। ইহাঁদের আর্য্য, ভূমিস্পৃক্, দ্বিজ, বণিক্, পণিক্, ব্যবহর্ত্তা, ভূমিজীবী, উরব্য, উরুজ—এতগুলি বৈশ্যবাচক উপাধি আছে, সুতরাং ইহাঁরা বৈশ্য-বাচক কোন উপাধিগ্রহণ করিতে বাকী রাখেন নাই। আবার নামের অন্তে বৈশ্য শব্দ ও গুপ্ত শব্দেরও ব্যবহার করেন। দেখুন্ দেখি, ইহাঁরা অবণিক্

হইয়া পণিক্ ও বণিক্ উপাধি ধারণ দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর বৈশ্য হইবার চেষ্টায় আছেন।

সভাপর্ব্বে—বৈশ্যা ইব মহীপালা দ্বিজাতিপরিবেসকাঃ।

এতদ্দ্বারায় জানা যায়, নিকৃষ্ট বৈশ্যগণ দ্বিজাতিদের ভোজ্য পরিবেসন করিত। রাজসূয় যজ্ঞে রাজগণ, নিকৃষ্ট বৈশ্যদিগের ন্যায় দ্বিজাতিগণের পরিবেসন করেন। একালে পাশ্চাত্য হালুয়াইগণ, এই শ্রেণীর বৈশ্য।

মনু—শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্॥

পাকযজ্ঞ ও দ্বিজ শুশ্রূষাদিরত শূদ্র, মাসে মাসে কেশ মুণ্ডন করিবে—জননে ও মরণে (নিকৃষ্ট) বৈশ্যের ন্যায় (১৫ দিন) অশৌচ গ্রহণ করিবে ও দ্বিজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য—ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।

জননে ও মরণে শূদ্রের ৩০ দিন এবং পাকযজ্ঞ ও দ্বিজ-শুশ্রূষাদি রত শূদ্রের তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ ১৫ দিন অশৌচ হইবে।

দেবল—অর্দ্ধমাসস্তু শুশ্রূষোঃ শূদ্রস্যাশৌচমিষ্যতে।
(মদন পারিজাত ও পরাশর মাধব)।

জননে ও মরণে দ্বিজ-শুশ্রূষারত শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ হইবে।

ব্যবহারে দেখা যাইতেছে, ফতেপুর, মিথিলা, উত্তরভাগলপুর, মুঙ্গের জেলার বেগুসরাই, ঢাকা জেলার ভাওলপুর পরগণা ও ময়মনসিংহের জহাঙ্গিরপুর প্রভৃতি স্থানের নিকৃষ্ট বৈশ্যদের ১৫ দিন অশৌচ চলিত আছে। জৌনপুর জেলার উমর নাম বণিক্‌দেরও অশৌচকাল ঐরূপ। ইহাঁরা বৈশ্য বটেন, কিন্তু ইহাঁদিগকে প্রাচীন বণিক্ জাতি বলিয়া বোধ হয় না। কোনও দেশে কোনও উৎকৃষ্ট শূদ্রজাতির ১৫ দিন অশৌচ চলিত আছে কিনা, জানিতে পারি নাই *।

* বাঙ্গালার যে সকল বৈদ্য, রাজা রাজবল্লভের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে সংস্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণের রীতি ঐ সময় হইতে চলিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের ১ মাস অশৌচ ছিল।

ভারতীয় বণিক্‌গণ, বৈষ্ণব ও জৈন।

ভারতীয় বণিক্‌গণ, প্রধানতঃ বৈষ্ণব ও জৈন এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী। আমরা বাঙ্গালী—মৎস্যের লোভ ছাড়িতে পারি না। জৈন বণিক্‌গণ, মৎস্য মাংস খান্‌ না—ইহাঁরা সদাচার, * স্বকর্ম্মপরায়ণ, শুচি ও ধার্ম্মিক। এই জৈন হিন্দু † দিগকে আচারভ্রষ্ট ও বিকৃতাচারী বলা উচিত নহে।

শর্ম্মান্ত নাম অতি প্রাচীন নয়।

আপনি বলেন—"অতি পুরাকালে ব্রাহ্মণের নাম সুশর্ম্মা, শুভশর্ম্মা প্রভৃতি মাত্র ছিল" কিন্তু তাহার প্রমাণ দেন নাই। আমি দেখিতেছি, অন্যরূপ—সামবেদের বংশ ব্রাহ্মণে ৭৬ জন আচার্য্যের নাম আছে—ইহাঁদের মধ্যে দুই জনের মাত্র শর্ম্মান্ত নাম আছে, যথা—গিরিশর্ম্মা ও ভদ্রশর্ম্মা। অন্যান্য নামের মধ্যে, শ্রবণ দত্ত, সর্ব্বদত্ত, বৃহস্পতি-গুপ্ত, রুদ্রভূতি, অর্য্যমভূতি, শাকদাস, ভবত্রাত ও আরৈহণ্য রাজন্য ‡ নাম আছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—যাহা বংশ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীন—তাহাতে একটীও শর্ম্মান্ত নাম নাই। বস্তুত অতি পুরাকালে শর্ম্মান্ত, বর্ম্মান্ত নাম হইত না—ব্রাহ্মণকালে দুই একটা দেখা যায় মাত্র। বর্ণবিভাগ হইলে ব্রাহ্মণকালেও

---

* জৈনদের আদিপুরাণে গর্ভাধান, নামকরণ, চৌল (চূড়াকরণ), উপনীতি (উপনয়ন), বিবাহ প্রভৃতি ত্রিপঞ্চাশৎ সংস্কার ব্যবস্থাপিত আছে।

† সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারবাসীদিগকে মুসলমানেরা বা ও-পারের লোকে হিন্দু বলিত বা ইন্দুবংশীয়দের ইন্দু হইতে হিন্দু নামকরণ হইয়াছে, এ ত আধুনিক শব্দ তত্ত্বের কথা। জৈনমতে হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ ;—হিং = হিংসা, দু = দূর—যাঁহারা হিংসা হইতে দূর—জীবহিংসা করেন না, তাঁহারা হিন্দু। মেরুতন্ত্র—যাহাতে ফিরিঙ্গী ভাষা, ইংরেজ ও লণ্ডননগরের নাম পাওয়া যায়—তৎকর্ত্তার মতে—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ফিরিঙ্গী ভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্‌পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

হিন্দু শব্দের জৈন ব্যাখ্যা যেরূপ ঠিক্‌, মেরুতন্ত্র-কর্ত্তার ব্যাখ্যাও তদ্রূপ ঠিক্‌।

‡ কৌতুক দেখুন, সায়ণাচার্য্য "আরৈহণ্যাদ্রাজন্যাৎ" অর্থে—"আরৈহণ্য নামকাদরাজন্যাদৃষেঃ" করিয়া, হয়কে নয় করিয়াছেন। ঐ রাজন্য বলিতে ধনী বা রাজ জাতি।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত নাম রাখিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। তার পর, সূত্রকালে, পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণাদির শর্ম্মান্ত, বর্ম্মান্ত ও গুপ্তান্ত নাম রাখিবার প্রথম আইন হয়। অতি পুরাকালে সকলেই বিশ্ (অর্থাৎ বৈশ্য বা মানুষ) ছিলেন। যাঁহারা এককালে মানুষ ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা একালে অমানুষ হইয়াছে। ভারতভূমি রত্নপ্রসূ হইলেও তাঁহার সন্তানগণ কাঙ্গাল, জীর্ণশীর্ণ, উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত। ভারতের নিজের শিল্প ও বাণিজ্য গিয়াছে—ভারতের উদ্যম নাই, একতা নাই, বল নাই, তেজ নাই—ভারত নির্জ্জীব, পরমুখপ্রেক্ষী ও ভিখারী। ভারত অধঃপাতে গিয়াছে, ভারত পতিত। পতিত অবস্থায়ও যাহারা আপনাদিগকে উত্থিত মনে করে, তাহাদের মত নির্ব্বোধ জানোয়ার ভূ-ভারতে নাই। এক কবি কাঁদিয়াছেন—

সুনীল গগনে শ্বেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা শ্বেতাঙ্গিনী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা গৌরবে গর্ব্বিনী,
মার্কিনের অঙ্কে বসে ধ্যানে রত,
হে শ্বেতবর্ষে তুমি দেখিলে কি হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত। ইত্যাদি।

এক প্রাচীন কবি বলিয়াছেন—

ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পরার্থনিরতাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে,
ধন্যাস্তেঽপি পরোপকারনিরতাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমি মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং যৈঃ স্বার্থতো হন্যতে ॥

স্বার্থহানি করি যিনি পরহিতে রন। ধন্য সেই জন কৃতী ধার্ম্মিক সুজন ॥
স্বার্থ অবিরোধে যিনি পরের কল্যাণ। করেন তিনিও ধন্য ইথে নাহি আন ॥
মানুষ রাক্ষস হয় ঐ সব জন। স্বার্থের নিমিত্ত করে পরার্থ হনন ॥

উপসংহার।

গৌতম, জননে ও মরণে বৈশ্যের দ্বাদশ অহোরাত্র অশৌচ বলিয়াছেন, তাহা অগ্রে দেখাইয়াছি। গৌতমের বচনের পোষকতায় শাভাতপ, বৃদ্ধ পরাশর ও দেবল এই তিন ঋষির বাক্যও যাহা অগ্রে ধৃত করিয়াছি—পাওয়া যাইতেছে, কেবল অঙ্গিরার বচন পাই নাই। বস্তুতঃ গৌতমবচনের সহিত শাতাতপাদি তিন ঋষি-বাক্যের এক-বাক্যতা আছে, ইহাই যথেষ্ট। মনূক্ত "বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন" এরূপ বচনের ন্যায় "বিংশদ্রাত্রংতু বৈশ্যানাং" এবং "বৈশ্যো বিংশতিরাত্রেণ" এইরূপ বচন সকল যাবজ্জীবাশৌচ বাক্যের ন্যায় নিন্দাপরত্ব হেতু, বণিক্‌দিগের উপেক্ষণীয়। বৈশ্যের পক্ষে ১৫ দিন অশৌচ-গ্রহণ বহুস্মৃতিসম্মত, অতএব উহা নিন্দাপরত্ব নহে; যদি একথা বলেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই, বৈশ্যের অশৌচকাল সম্বন্ধে মন্বাদি কয়েক স্মৃতির যে মত পাওয়া যায়, তাহার বিরুদ্ধ আচরণে প্রত্যবায় নাই—যেহেতু ঐগুলি না অপূর্ব্ব বিধি, না নিয়ম বিধি, না পরিসংখ্যা বিধি—কেবল মত মাত্র। নানা মুনির নানামত—এক মুনির মতে কার্য্য করিলে, তাহা যদি অন্য মুনির মত-বিরুদ্ধ হয়, তাহাতে কোন দোষ হয় না। দেখুন, কোনও শাস্ত্রকার, কন্যা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি দেন নাই, নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

কন্যা ক্রয়বিক্রয় অবৈধ।

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা সা ভার্য্যা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতস্য পুত্রস্য পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে॥

মনু—ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমন্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কংহি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥

পণ দিয়া কন্যাক্রয় করিয়া তাহাকে ভার্য্যা করিবে না—যেহেতু তাহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের পিতৃপিণ্ডদানে অধিকার হয় না। বিদ্বান্ কন্যার পিতা, বরপক্ষ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র শুল্ক গ্রহণ করিবেন না—লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে লোকে সন্তান বিক্রয়ী হইয়া থাকে।

কশ্যপ বলিয়াছেন—ক্রীতা দ্রব্যেন যা নারী ন পত্নী সা বিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পিত্র্যে দাসীং তাং কশ্যপোঽব্রবীৎ॥

(মদনপারিজাতঃ।)

ধন দিয়া যে নারীকে ক্রয় করা যায়, তাহাকে পত্নী করিবে না। সে দেবকার্য্যে, না পিতৃকার্য্যে যোগ্যা হয়—কশ্যপ তাহাকে দাসী বলিয়াছেন।

আরও—ক্রীতাদ্যা বনিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্যাং যো জায়তে পুত্রো দাসঃ পুত্রস্তু সঃ স্মৃতঃ॥
(শব্দকল্পদ্রুমে, সদাচার শব্দে দ্রষ্টব্য)।

মূল্য দ্বারা ক্রীতা, ইত্বর পরিগৃহীতা * এবং অ-পরিগৃহীতা † যোষিৎকে দাসী বলে। তাহাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র, দাস বলিয়া কথিত হয়।

পুত্র ও কন্যা বিক্রয়ে ভয়ঙ্কর পাপ ও নরক ভোগ।

মহাভারতে—অত্র গাথা যমোদ্গীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিবদ্ধা ধর্ম্ম সেতুষু॥
যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধন মৃচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি॥
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন্ মূঢ়ঃ সমশ্নুতে॥
আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্ম্মৃষৈব তৎ।
অল্পো বা বহুবা রাজন্ বিক্রয়স্তাবদেব সঃ॥
(অনুশাসন পর্ব্ব—৪৫ অ।)

ধর্ম্মের সেতু, ধর্ম্মশাস্ত্রে নিবদ্ধ বুদ্ধি এবং ধর্ম্মজ্ঞ পুরাণবেত্তৃগণ এই স্থানে যমের কথিত গাথা ‡ কীর্ত্তন করেন। যে আপন পুত্রকে বিক্রয় করিয়া ধনগ্রহণ করে বা জীবিকার নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাপ্রদান করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি, কালনামক মহাঘোর সপ্ত চরম নরকে স্বেদ, মূত্র ও বিষ্ঠা ভোজন করে। কেহ কেহ বলেন, আর্ষ বিবাহে এক গাভী ও এক বৃষ বরপক্ষ হইতে কন্যার মূল্যস্বরূপ গ্রহণীয়; তাহা মিথ্যা, হে রাজন্! অল্প বিত্তর গ্রহণ করিলেই কন্যা বিক্রয় করা হয়।

দেখুন, কত কত ব্রাহ্মণগণ, ঐ সকল শাস্ত্রবিধির উল্লঙ্ঘন করিয়া নরকস্থ হইতেছে। এইরূপ শাস্ত্রীয় বিধি সকলই মান্য করিতে হয়—সুবর্ণবণিকের ন্যায় পবিত্র জাতিগণ, তাহা মান্য করিয়া চলেন। ১৩ দিন নয়, ১৫ দিন অশৌচ—

---

* ভাটীপ্রদানেন কিয়ন্তমপি কালং দিবসং মাসাদিকং স্ববশীকৃতা ইতি কেচিৎ।

† বেশ্যান্যসক্তা-পরিগৃহীতভাটিকা কুলাঙ্গনা বা অনাথেতি চ কেচিৎ।

‡ ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলের ১০ সূক্ত।

এ কেবল খুঁটীনাটি মাত্র। একটা প্রকৃত ঘটনার কথা বলি,—আমাদের এক রস্থয়ে বামুন ঠাকুর ছিলেন—তিনি পণ দিয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত কয়েক শত টাকা সঞ্চিত করেন—সঞ্চিত করেন স্বীয় দাদার হাতে—দাদা ছিলেন দেশে। কিছুদিন পরে দাদার স্ত্রী মরিয়া গেল—বৃদ্ধ দাদা, অশৌচান্তে আমাদের বামুন ঠাকুরের সঞ্চিত টাকায় একটী কন্যা ক্রয় করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। আর আমাদের বামুন ঠাকুর বেচারির কি দশা হইল, শুনুন্—দাদা বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি হায় হায় করিতে লাগিলেন—তাঁহার বিবাহ করা হইল না, ক্রমে বৃদ্ধ হইলেন এবং দাদার মৃত্যুর পর ঘরে চলিয়া গেলেন।

হায়! কন্যা বিক্রয়ীদের উদ্ধারের কি উপায় নাই? যদৃচ্ছা বহু বিবাহ বা বহু বিবাহ ব্যবসায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় কার্য্য—কুলীন ব্রাহ্মণগণ, যদি এক পাত্রে বহু কন্যাদান না করিয়া ঐরূপ বিবাহার্থী ছিত্রি ব্রাহ্মণ সন্তান-দিগকে কন্যাদান্ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পুণ্য সঞ্চয়, কন্যা-বিক্রয়ী ব্রাহ্মণদিগকে আসন্ন নরক হইতে উদ্ধার এবং তাহাদিগকে কন্যাদান করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার কায়স্থ, নবশাক, আগুরি, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সকল জাতির মধ্যে কন্যা ক্রয়-বিক্রয় চলিত আছে, তাঁহারাও সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়া সদাচার শিক্ষা করিতে পারেন। শাস্ত্রে—

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে কন্যা ক্রয় বিক্রয় ছিল না—বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ইহাঁদের মধ্যে ঐ অনাচারের আরম্ভ হইয়াছে। পরিশেষে একটী কথা—আপনার গ্রন্থে বৈশ্যগায়ত্রী উদ্ধৃত করিয়া উহা জপের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উত্তম ও সমীচীন অনুকল্প হইয়াছে। ব্যবহার জিজ্ঞাসাতত্ত্ব পুঁথিতে ব্যবস্থাপিত আছে—

"শৌচ আচমন ত্রিসন্ধ্যা তৎপর আচার।"

এই সঙ্গে সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যসভার একখানি কার্য্যবিবরণী পাঠাইতেছি—অনুগ্রহ করিয়া এখানি পাঠ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন; ইতি—

ভবদীয়ানুরক্তস্য

শ্রীশিবচন্দ্র দেববণিজঃ।

পুনশ্চ—

কনকক্ষেত্রী। এই অবসরে কয়েকটি বিষয়ের এই স্থানে অবতারণা করিতেছি—আপনি কনকক্ষেত্রী বিরুদ সম্বন্ধে একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়া, আমি উহার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রথম, কনকক্ষেত্রে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল বা কনকক্ষেত্র হইতে যিনি আগমন করেন, তিনি কনকক্ষেত্রী। কনকক্ষেত্র কোথায়? সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কনখল ও তৎসন্নিহিত দেশ। সঙ্গীত দামোদরে কনকাজ দেশ কথিত আছে। উদ্যোগপর্ব্ব—১১০ অধ্যায়ে—"সাক্ষাদ্বৈমবতঃ পুণ্যো বিমলঃ কনকাকরঃ।" দ্বিতীয়—ক্ষেত্র বলিতে, কার্য্যক্ষেত্র *, কনক নামক দেশে যাঁহার কার্য্যক্ষেত্র, তিনি কনকক্ষেত্রী। সম্ভবতঃ সনকের কোন পূর্ব্বপুরুষ, কনক দেশ হইতে অযোধ্যায় আগমন করেন, তাহাতেই তিনি ঐ বিরুদ পাইয়াছিলেন। তৃতীয়—কনকক্ষেত্র †—বৈদূর্য্য। যে খনি হইতে কনকক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহারও নাম কনকক্ষেত্র ‡। যিনি কনকক্ষেত্রবান্, তিনি কনকক্ষেত্রী §।

রোহিতাগিরি। সনকের বংশধরদিগের রোহিতাগিরি এই খ্যাতিবন্দ বা বিরুদ ছিল। যিনি রোহিতাশ্বগিরিতে $ জন্মিয়াছেন বা ঐ স্থান হইতে আসিয়াছেন, তিনি রোহিতাগিরি।

---

* রাস্তোগি নামক বণিক্‌গণ, ঐ অর্থে খেত শব্দের ব্যবহার করেন—A Rastogi keeps his accounts by locality, that is, he has several Khets, as he calls them; one say, is Sadatganj, another Hasanganj, a third Deori Agha Mir, and so on. * * * A separate set of account books is kept for each Khet; and a servant (generaliy a Brahman on Rs, 3 Per mensem) is employed to collect each Khet, (Risleys Tribes and castes of Bengal, Vol. II. 1891. p.197.)

† রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মণিমালা, দ্বি, ভা, ৯০৮ পৃষ্ঠায় "কনকক্ষেত" নামক বৈদূর্য্য ও উহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'মার্জ্জার নয়ন প্রখ্য' = 'বিল্লীকে আখকে সমান রঙ্গদার'।

‡ Tawney's Katha Sarit Sagara, Vol. 1. ৩৩১ পৃষ্ঠায় কনকক্ষেত্র নামক রত্নখনি কথিত আছে।

§ নেপালি ব্রাহ্মণদের এক থর বা শ্রেণীর নাম রূপক্ষেত্রী (Rupakheti)।

$ ইহা শোণ নদের বায়ুতটে সংস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম রোতাস গড় বা Rotas Hill.

বাঙ্গালায় বণিক্ ও বহির্ব্বাণিজ্য।

বণিক্‌গণ বাণিজ্যার্থ খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দে পুত্র-কলত্রাদি সহিত অযোধ্যা এবং রোহিতাশ্বগিরি হইতে মগধের পথ দিয়া রাজগৃহ এবং তথা হইতে তাম্রলিপ্তি গমন করেন ও তথায় বসতি করেন। ইহাঁরা বাণিজ্যার্থ নাবারোহণ করিয়া কর্ণসুবর্ণ, কটাহদ্বীপ (কাটোআ) ও গৌড় প্রভৃতি নগরে গতাগতি করিতেন এবং ক্রমশঃ অনেকে তত্তৎস্থানে গিয়া বসতি করেন। কথাসরিৎসাগর দ্বারা আমরা জানিতে পারি, বণিক্‌গণ বাণিজ্যার্থ কটাহদ্বীপে গমন করিতেছেন—তথায় রত্নাদি ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন; তাম্রলিপ্তি, বিটঙ্কপুর, কর্কোটক (কটক) হইতে জাহাজ ছাড়িয়া রত্নকূটদ্বীপ *, স্বর্ণদ্বীপ †, উৎস্থল ও সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফঃ হিঅন্, খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে স্থলপথ দ্বারা ভারতে আগমন করেন। তিনি তাম্রলিপ্তি হইতে বণিক্‌দের সঙ্গে সিংহলে গিয়াছিলেন—তৎপরে যবদ্বীপে গমন করেন। যবদ্বীপ হইতে চীনদেশে প্রত্যাগমন পথে সমুদ্রে ঝড় হওয়ায় জাহাজস্থ ব্রাহ্মণগণ এই শ্রমণ ফঃ হিঅনের নিমিত্ত ঝড় হইতেছে বলিয়া তাঁহাকে একটা জনশূন্য দ্বীপে নামাইয়া দিতে চাহিলে দানপতি, ব্রাহ্মণদিগকে ভয় ও মৈত্র প্রদর্শন দ্বারা নিরস্ত করিয়া ফঃ হিঅন্‌কে রক্ষা করেন। হায়! জানিনা, দানপতি আমাদের কেহ ছিলেন কি না। সুবর্ণ বণিক্‌দের মধ্যে ঐরূপ নামের অভাব ছিল না—এত আধুনিক কালে, কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও বর্দ্ধমান জেলার বিহরণ গ্রামে 'দানপতি দত্ত' নামক এক সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। কুল-পুস্তকে কুলপতি, আসাপতি ও চম্পতি (চমূপতি বা সম্প্রতি) প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়। আমরা সুহ্মদেশ হইতেই রাঢ়দেশে আসিয়াছি—আমার ঊর্দ্ধতন একবিংশ পুরুষ গজশীল মহাশয় ও তাঁহার একাদশ ভ্রাতার "স্বর্ণরেখা নদীতীরে" বাস ছিল। অতএব অনুমান হয়, দানপতি আমাদেরই কেহ ছিলেন। "ব্যবহার জিজ্ঞাসাতত্ত্ব" পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়, জনৈক সুবর্ণবণিকের চন্দ্রদ্বীপে বসতি ছিল,—

"জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসি আমি রহ কোন স্থান ঃ আপনার নাম কহ বিদ্যার প্রমাণ।
অশুদ্ধ বদন তোমার অশুদ্ধ কলেবর ঃ স্নান মুখ শুদ্ধ করিয়া নাম জিজ্ঞাসা কর॥

উত্তর।

চন্দ্রদিপ বসতি আমার নবদিপস্থান ঃ কুলের পরিচয় দেই বিদ্যার প্রমাণ।
বনিক কুলেতে জন্ম উত্তম বিদ্যাধরি ঃ স্নান মুখশুদ্ধ করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করি॥"

---

* কারণ্ডব্যূহে ও হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়ে রত্নদ্বীপ উক্ত হইয়াছে। সিংহলের নামান্তর রত্নদ্বীপ (See Beals Fa Hian. p. 148).

† সুমাত্রা দ্বীপ। সুমাত্রার উত্তরভাগকে এখনও সুবর্ণদ্বীপ বলে।

পাঁচ সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও কোন কোন সুবর্ণবণিক্ বঙ্গোপসাগরের কোন কোন দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গতাগতি করিতেন, উপরে ধৃত শ্লোক দুইটী হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। বণিক্‌দের বাণিজ্যসূত্রেই ভারত সাগরের বহুদ্বীপ, এমন কি আমেরিকা * পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪০ সর্গে যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, রূপ্যকদ্বীপ এবং বায়ুপুরাণে ১।৪৮ অধ্যায়ে অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ এবং বরাহদ্বীপ উক্ত হইয়াছে। সুমাত্রার নিকটস্থ রূপাতদ্বীপ ঐ রূপ্যক দ্বীপ। মলয়দ্বীপ (Malay Peninsula) বরাহদ্বীপ (Borneo). বণিক্ ভ্রাতৃদ্বয় ত্রপুষ ও ভল্লিক, সুবর্ণভূমি আবিষ্কৃত করেন †। যাঁহার নাম হইতে তম্বপর্ণি ‡ দ্বীপের সিংহলদ্বীপ নাম হইয়াছে, সেই লঙ্কাবিজয়ী বণিক্‌পুত্র বিজয়সিংহ $ প্রাচীনতাপ্রাপ্ত ভগবান্ বুদ্ধের যুবা সমসাময়িক ছিলেন।

---

* "আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসিতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তিপ্রবাদ, ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম শিবু" (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বি, ভা, উপ, ১৩৭ পৃ,), এগুলি তাহার পরিচায়ক। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত "যমকোটি" কি আমেরিকা নয় ?

লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।

পৃথিবীর মধ্যস্থলে লঙ্কা ইহার পূর্ব্বদিকে যমকোটি এবং পশ্চিমদিকে রোমনগর।

† সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা দশম ভাগ ১ম সংখ্যায় "ত্রপুষ ও ভল্লিক" প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। ঐ দুইটী নাম হইতে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে "আর্য্যবংশীয় নহেন" মনে করেন। ঐ নাম দুইটির ভাষাভেদে ও অপভ্রংশে নানারূপ হইলেও অনার্য্য নাম বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ত্রপুষ শব্দ অভিধানে পাওয়া যায়। ভল্ল—দানে, ভল্ল+ইক=ভল্লিক। গোভিল, শবর, মম্মট, কুল্লূক—এই নামগুলিকে কেহই অনার্য্য নাম মনে করেন না।

‡ তাম্রপর্ণি। সহদেবের দিগ্বিজয়ে এই দ্বীপ, তাম্রদ্বীপ (দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ং) বলিয়া কথিত আছে। মেগস্থিনিস্ তম্বপর্ণিকে Taprobane বলিয়াছেন। সম্রাট্ অশোকের বোধগয়ার প্রাস্তর বৃতিতে খোদিত ইহার বানান—তবপন। সভাপর্ব্ব ৫২ অধ্যায়ে—

শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিচীরৈস্তু শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ॥

$ কারণ্ডব্যূহে বিজয়সিংহ, "সিংহলরাজ" ও তাঁহার সহচরগণ "বণিক্‌পুত্র" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। "কারণ্ডব্যূহ" ও "মিলিন্দপ্রশ্ন" অনুসারে ইহাঁদের সংখ্যা ৫০০ এবং "মহাবংশ" অনুসারে ৭০০।

মহাবংশ হইতে জানা যায়, নির্ব্বাণোন্মুখ বুদ্ধ, যে দিন কুশীনগরে শালতরু-দ্বয়ের মধ্যস্থলে শয়ান হইয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ, সেই দিনে (খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে) তাম্রপর্ণি দ্বীপে লঙ্কাপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিজয়ের পিতা সিংহবাহু। সিংহবাহু, বঙ্গরাজের দৌহিত্র ছিলেন। সিংহবাহুর পিতার নাম সিংহ, মাতার নাম সুপ্রদেবী। বয়ঃস্থা হইলেও সুপ্রদেবীর বিবাহ হয় নাই। অতীব রূপিণী, সুপ্রদেবী কামগৃদ্ধিনী হইলেন। তিনি স্বৈরাচার সুখার্থিনী হইয়া ও একাকিনী পিতৃভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গ হইতে মগধগামী সার্থপতির আশ্রয় লইয়াছিলেন—অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, সিংহবাহু * ঐ সার্থপতির পুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ সার্থনাথের নাম ছিল, সিংহ, অথবা যেমন নরশ্রেষ্ঠকে নরসিংহ বলে, তদ্রূপ তিনি সার্থের অর্থাৎ বণিক্‌সমূহের শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া সার্থসিংহ নামে কথিত হইতেন। সার্থ-সিংহের সংক্ষেপ—সিংহ; তাহাতেই সিংহবাহু, সিংহের পুত্র বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সিংহবাহু, শত যোজন অরণ্যে সিংহপুর † নামক নগর ও গ্রাম সকল নিবেশিত করেন। তাঁহার রাষ্ট্রের নাম—"লাড়রট্ট" ‡। সিংহবাহু, লাড়রট্টের ঐ নগরে, সিংহশ্রীবলিকে মহিষী করিয়া রাজত্ব করেন। অলমতি বিস্তরেণ ইতি।

শিব।

* চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থসঙ্গ, ইহাঁকে জম্বুদ্বীপের মহাবণিক্ ও ইহাঁর নাম সিংহ বলিয়াছেন (Beal's Siyuki, p. 241.)

† সম্ভবতঃ হুগলি জেলার বর্ত্তমান সিঙ্গুর গ্রাম।

‡ সিংহলীদের রাজরত্নাচারি গ্রন্থে ইহার নাম "লডদেশ"। জৈনদের ভগবতীগ্রন্থে ইহার নাম "লাঢ"। মথুরার কঙ্কালীতীল হইতে উদ্ধৃত প্রাচীন জৈন শিল্পলিপিতে ইহার বানান—"রার"। লাড়রট্ট, লডদেশ, লাঢ এবং রার বলিতে আমাদের রাঢ়দেশ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল

দেববণিক্ মহাশয়েষু।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

গত কল্য আপনার ১১ই অগ্রহায়ণে লিখিত বিবিধ উপদেশপূর্ণ একখানি সুদীর্ঘপত্র ও তৎসঙ্গে আপনার তত্রত্য সভার একখানি ইতস্ততঃ পরিশোধিত বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। সে সকল পাঠে বুঝিলাম, আপনার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ের অভিজ্ঞতা অনেক অধিক। আপনার নিকট নূতন নূতন অনেক বিষয় শিখিবার ও জানিবার আমার এখনও রহিয়াছে, আমি আপনার নিকট একটী ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক মাত্র। তবে এই পর্য্যন্ত বলি যে, যদি কখনও সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের জাতি পূর্ণগৌরব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আপনার আদিষ্ট উপপদ্ধ ও অশৌচ দিন সংখ্যা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, এতদ্দেশীয় কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের তদ্বিষয়ে পোষকতা নিতান্ত আবশ্যক।

মৎসঙ্কলিত দুইখানি চণ্ডী পুস্তক আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ জন্য প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

।

৯০ চুণাগলি, কলিকাতা।
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯।

ভবদীয় অনুরক্ত
কুঞ্জলাল মল্লিক

(চুঁচুড়া নিবাসী বণিগ্বর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর,
বি, এল, মহাশয়ের প্রতি।)

প্রিয় মহাশয়,

আপনার গত ১৩ই কার্ত্তিকের পত্রীর সহিত আপনার প্রণীত "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" পুস্তক পাইয়া সানন্দে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। দত্ত ঠাকুর, পরম ভাগবত ও মহাপুরুষ ছিলেন। তৎসংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ও তদীয় শ্রীপাটের বিবরণাদি বিবৃত করিয়া আপনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সমূহের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আপনার গ্রন্থোক্ত কোন কোন বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও পুস্তক পাঠে সন্তোষ লাভ করিলাম—এরূপ পুস্তক যত প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। দত্ত ঠাকুরের জন্মস্থান শান্তিপুর, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমার নিকট "চৈতন্য পারিষদ জন্মস্থান নিরূপণ" নামক এক থানি প্রাচীন পুঁথি আছে, ইহার নামান্তর "ভুবনমঙ্গলগীত"—এই গ্রন্থকর্ত্তা "জয়কৃষ্ণদাস" বলেন—

"শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।
উদ্ধ(া)রন দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ ॥"

এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, শান্তিপুরে দত্ত ঠাকুরের মাতামহের বাস ছিল এবং দত্ত ঠাকুর, মাতামহ-গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুঁথির পূর্ব্বোক্ত নাম হইতে জানা যায়, দত্তঠাকুর শ্রীচৈতন্যেরও পারিষদ ছিলেন। উত্তরকালে দত্তঠাকুরের মাতা তাঁহাকে লইয়া সপ্তগ্রামে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া থাকিবেন। দত্তঠাকুরের সপ্তগ্রামে বাস ছিল, ইহা সকলেই জানেন এবং তাহার প্রমাণ সকলও আপনি দিয়াছেন, তথাপি আর একটী নূতন প্রমাণ দিতেছি। মাধবদাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনার প্রাচীন পুঁথিতে আছে—

"জয় উদ্ধারন বন্দো সপ্তগ্রামে বাস।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস ॥
দ্রব্য মাল্যচন্দন বসন অলঙ্কারে।
যে করিল বিভূষিত নিতাই চাঁন্দেরে ॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত বৈষ্ণব বন্দনার এক পুরাতন পুঁথিতে আছে—

"উদ্ধারন দত্ত বন্দো ভাগবতোত্তম।
যাহা হৈতে চরিতার্থ বণিকের গণ ॥"

ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভাগবতোত্তমের লক্ষণ ; যথা—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

দত্তঠাকুর সুবর্ণবণিক্ ছিলেন, গন্ধবণিক্ ছিলেন না ; এবং তাঁহার শ্রীপাট, উদ্ধারণপুর নহে—আপনি এ বিষয়ে পণ্ডিত ৺ মদনগোপাল গোস্বামীর ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন। আমার নিকট "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার" নামক যে একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহাতেও দত্তঠাকুর সুবর্ণবণিক্ বলিয়া কথিত আছেন।

দত্তঠাকুর, কৃষ্ণলীলায় দ্বাদশগোপালের অন্যতম সুবাহু ছিলেন বলিয়া অনেক পুঁথিতে ইনি সুবাহু বলিয়া কথিত হইয়াছেন ; "শিরোনাম" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথিতে উক্ত হইয়াছে—

" •— ॥ শ্রীকমলাকান্ত পিপিলাই মহাবল ॥ শ্রীউদ্ধ(া)রন দত্তঠাকুর সুবাহু ॥ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর স্তোক কৃষ্ণ ॥—•"

আপনি আপনার পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় দত্তঠাকুর, ভাগবতোক্ত মহাবল ছিলেন, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কৃত গ্রন্থের এক প্রাচীন পুঁথিতেও ঐরূপ কথিত আছে—

"মহাবল আছিল পূর্ব্বেতে জার নাম।
উদ্ধারন দত্ত (ঠাকুর) এবে ভক্তিধাম ॥"

মহাবলও দ্বাদশগোপালের অন্যতম গোপাল, অতএব বোধ হয়, দত্তঠাকুর মহাবল ছিলেন, ইহা মতান্তরের কথা।

বৃন্দাবন দাস (দ্বিতীয়) কৃত বৈষ্ণব বন্দনার এক প্রাচীন পুঁথিতে আছে—

"পরম সাদরে বন্দো দত্ত উদ্ধারন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে তীর্থ করিল ভ্রমণ ॥"

আপনি পূর্ব্বগত লেখকদের ন্যায় "নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। বণিক অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার ॥" পয়ারটী লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। ঐ পয়ারটীতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রশংসার্থক অর্থবাদ আছে—অর্থাৎ ঐ পয়ারটী

কিছুই নহে। শ্রীনিত্যানন্দের প্রশংসাবাচক আর একটী অর্থবাদের উদাহরণ দিতেছি ; পুঁথির পাঠ যথা—

গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজং॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৭ অধ্যায়)।

শ্রীচৈতন্যের প্রশংসাবাচক অর্থবাদ যথা—

কামলীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা করেন পরাজয়॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১০ অধ্যায়)।

অর্থবাদ গ্রহণ করিতে নাই,—ত্যাগ করিতে হয়। আপনি ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যে জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণমন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আবার পৈতা কেন ? তুলসী মালাই কৃষ্ণভক্তের পক্ষে যথেষ্ট। জাত্যভিমানের চিহ্নস্বরূপ উপবীত ধারণ তাঁহাদের অকর্ত্তব্য। ইহার পর, জ্ঞাতিবর্গসহ উদ্ধারণ দত্তঠাকুর উপবীত পরিত্যাগ করেন।"

আপনার গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, অপ্রমাণে "যা তা একটা কথা" বলার আপনি বিরোধী। দত্তঠাকুর যে জ্ঞাতিবর্গসহ উপবীত ত্যাগ করেন, অবশ্যই আপনি ইহার প্রমাণ না পাইয়া ওরূপ কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। দত্ত-ঠাকুর ঈশ্বর বিশেষ লোক, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিন্, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের উপবীত ত্যাগ করাটা ভাল কাজ হয় নাই। জাত্যভিমানের চিহ্ন বলিয়া, কই, গোস্বামীরা ত পইতা ফেলিয়া দেন্ নাই। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচার কালে চারিবর্ণের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কবি কর্ণপূর, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বলিয়াছেন, শুনুন্—

ষষ্ঠে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্র বিশেষিতা ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধাইব।
শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গতিরিদৃগেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা॥

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ষট্‌কর্ম্ম —একালে ব্রাহ্মণেরা কেবল ষষ্ঠকর্ম্ম অর্থাৎ ভিক্ষাগ্রহণে পটু—ব্রাহ্মণের চিহ্নের মধ্যে কেবল তাঁহাদের গলায় সূতা। ক্ষত্রিয়ের নাম মাত্র শুনিতে পাওয়া

যায়, ক্ষত্রিয় দেখিতে পাওয়া যায় না বা যাঁহাদিগকে দেখা যায়—তাঁহারা নামে ক্ষত্রিয়। বৈশ্যদের গলায় পইতা * নাই, অতএব তাঁহারা দেখিতে যেন বৌদ্ধ। শূদ্রেরা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করেন এবং গুরুভাবে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে ইচ্ছুক। হায়! হায়! কলি বা কলির অবতার বল্লাল, চারি-বর্ণের এইরূপই দশা ঘটাইয়াছে।

দত্ত ঠাকুরের জ্ঞাতিদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, যেহেতু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প—তৎকালে রাঢ়ে বঙ্গে সহস্র সহস্র সুবর্ণবণিক্ বর্ত্তমান ছিলেন—তাঁহাদের গলায় যদি পইতা থাকিত, তাহা হইলে কবি কর্ণপূর গোস্বামী "বৈশ্যেরা যেন বৌদ্ধ" এরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। সুবর্ণবণিক্‌দের উপনয়ন সংস্কার লুপ্ত হওয়ায় ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ইদানীং আবার গোদের উপর বিষফোড়ার ন্যায় রাজপুরুষদের অনভিজ্ঞতা দোষে সেন্সসের পুস্তকরাজিতে শূদ্র জাতির নিম্নে তাঁহাদের নাম বসিতেছে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সুবর্ণবণিক্‌দের উচিত যে, তাঁহারা ১০০১ হরিনাম জপ ও গঙ্গাস্নান এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পইতা গ্রহণ করেন। অবশ্য নিছক্ ৩ দিন ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকা ও ভিক্ষা গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে চলিত হইতে পারে না—অন্যান্য কার্য্যগুলি যথা সম্ভব অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

*   *   *   *   *   *

চুঁচুড়া, ২৭শে কার্ত্তিক।
সন ১৩১১ সাল।

ভবদীয়
শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

* এই গ্রন্থের ৫-৬ পৃষ্ঠায় ১৪১৪ শাকে রচিত সভাবন্দনার কিয়দংশ উদ্ধৃত আছে। তৎকালে শ্রীচৈতন্যের বয়স ৭ বৎসর মাত্র, সুতরাং তৎকালে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। একালে বণিক্‌গণ, পৌরাণিক বা পাঞ্চরাত্র মতের বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—অনেকে শিবভক্ত এবং অনেকে শাক্ত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বণিক্‌গণ, একালে বৈষ্ণবের চিহ্ন মাল্য ও তিলক ধারণ করিতেন—তাঁহাদের উপবীত সঙ্কুচিত হইয়া নিবীত অর্থাৎ কণ্ঠীর আকার ধারণ করে।—শিব।

বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য

গোবিন্দচন্দ্র গীত।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

স্বীয় টীকা ও ভূমিকার সহিত সম্পাদিত।*

গোবিন্দচন্দ্র গীত সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

Dr. G. A. Grierson, C. I. E., I. C. S., writes from Lyndhurst, Camberley Surrey :—

"The book seems to be a very interesting one."

Extract from a letter from Mr. R. C. Dutt, C. I. E., Retired I. C. S :—

"There can be no question however that the book is an ancient one, and as a rare Bengali Buddhist work it is of great value. I think therefore you have done valuable service in publishing it and bringing it to the notice of those interested in Bengali literature."

Mr. B. C. Seal, M. A., B. L., Retired C. S., writes :—

"The introduction you have written is very valuable indeed. Besides the notes show the laborious research and the rigid concentration of the author."

Rai Sarat Chandra Dass Bahadur, C. I. E., wrote to Mr. Seal :—

"The work contains a good deal of patient research and the Bengalees will learn much from it. Babu Shib Chunder Seal's work is well written, the facts that he has collected are well digested."

Dr. A. F. R. Hoernle, C. I. E., writes from Oxford :—

"It is a very interesting book and the notes show your wide extent of reading. From the point of view of European scholars it is a pity that you have not printed your book in Devanagari characters. The Bengali print is unfamiliar to most European scholars, and will deter many from reading it."

I suppose you know Pundit Haraprasad Shastri, the able joint Philological Secretary of the Asiatic Society of Bengal. You might consult him on the advisablity of reprinting the *text* in the Journal and adding to it an *English* translation, also *short* notes in English on Historic or other allusions in the Text. Your *notes* however valuable may be, are too extensive for publication in the Journal. But the *text* would certainly interst all scholars of Buddhism."

Professor C. Bendall, M. A., writes from Cambridge :—

"I can see that it is a work of considerable interest * * I see from the authorities that you cite that you have read a great deal of auxiliary literature in English ; and this together with the phraseology of your letter shows me that you must know English well. This being so it seems to me a thousand pities that you should have buried your researches (for it amounts to this !) in a vernacular." * * * * *

So let me beg of you to write a short account of the *new matter* in your book in some journal accessible to Europeans, *e. g.*, the Indian Antiquary or the Bengal Asiatic Society's Journal, accompany it by extracts from the Bengali text, each provided with a literal translation into English Prose."

Babu Nanda Lal Dey, M. A., B. L., Bengal Judicial Service, Author of "Civilization in Ancient India," "Geographical Dictionary of ancient and Mediæval India &c., &c., writes :—

"The hasty glance that I have bestowed upon it has convinced me of the excellent way in which it has been edited. I admire the labour you have devoted and the deep and extensive researches you have brought to bear upon it."

Extract from the "Englishman" of March 1903.

"We have received a copy of "Govinda Chandra Gita" edited by Babu Shib Chandra Seal. The poem is printed from a Bengali MS., composed about the beginning of the fourteenth

century and the text affords valuable glimpses of the History of Bengal and furnishes information which the antiquirian will appreciate."

Extract from the "Indian Mirror" of January 1902.

"It represents the Buddhistic literature of the times describing the greatness of Haripa, a Buddhist Jogi of the Tantric type and the renunciation of the world by Raja Govinda Chandra, laterly of Kamrup, and the assuming by him of the Jogi's garb and following Haripa. The manuscript copy from which the present book is printed is 102 years old. The text is valuable in that it affords glimpses of the History of Bengal of the times it deals with. The editor deserves not merely conventional praise for bringing to light this important contribution, for by doing so he has rendered substantial service to the historical and at the same time the literary interest of his country."

Extract from the "Bengali" of March 19, 1902.

"We have received a copy of "*Govinda Chandra Gita*" a book edited by Babu Shib Chandra Seal of Chinsurah, the book has been compiled from a Manuscript discovered by the author some years ago and relates to Buddhist Tantric yogism. The book opens with a learned preface dealing with an elaborate discussion of the subject matter. We desire to congratulate the author on the success that has attended his efforts, and we are quite sure both from an antiquarian and literary points of view it is bound to be valued by the *Savants* of the country."

সন ১৩০৯ সাল, ৪ঠা মাঘের "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" হইতে উদ্ধৃত,—"এই প্রাচীন গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত করিয়া শিববাবু চিরদিনের জন্য বঙ্গবাসী জনসাধারণের অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়া রহিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উহাতে যে টীকা সংযোজিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ঐতিহাসিক গভীর গবেষণার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়।"

সন ১৩০৯ সালের ১লা ফাল্গুনের এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ হইতে উদ্ধৃত।

"* * * লুপ্তপ্রায় পুস্তকখানির সম্পাদনে অনেক অনুসন্ধান ও অনেক পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার অনেক রত্ন উদ্ধার হইতেছে।"

The Secretary of the Mahabodhi Society of Calcutta writes :—

"It is really a very interesting book."

The Honorary Secretary of the United Reading Rooms of Calcutta writes :—

"I am sure it will prove a valuable acquisition to our stock of Bengali books."

Babu Vyomkesa Mustafi, the Joint Secretary of Sahitya Parisat writes :—

"আপনার গোবিন্দচন্দ্র গীত পড়িলাম। বড় সুন্দর লাগিল।"

Babu Ambica Charan Gupta, Author of many Bengali Books, writes :—

"পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং আপনার সুবিস্তৃত টীকার অনেকটা পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আপনার পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।"

Babu Purna Chandra Dey, B. A., Kavyaratna, Udvat-sagar, writes :—

"মৃতপ্রায় মহাপুরুষ "দুর্ল্লভমল্লিক" কবি মহাশয়কে আপনি পুনর্জীবিত করিয়াছেন। লুপ্তপ্রায় পুস্তকের যিনি উদ্ধার সাধন করেন আমি তাঁহাকে পরম পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করি। অদ্য এডুকেশন গেজেটে নিবারণ দাদার লিখিত সমালোচনা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। সমালোচনায় আপনার লিখিত ভূমিকাটাই উদ্ধৃত হইয়াছে। ভূমিকায় যথেষ্ট পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। * * আপনার পুস্তকখানি সোণায় মুড়িয়া বাঙ্গালী সন্তান ঘরে ঘরে রাখিয়া দিন, ইহাই আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট কামনা করি।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে "গোবিন্দচন্দ্র গীত" পুঁথি প্রদর্শিত ও তৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, M. A. বলেন ;—

প্রবন্ধ লেখককে একগুণ ধন্যবাদ দিলে হইবে না, শতগুণ দেওয়া উচিত। আমি এতদিন যে অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছি, শীল মহাশয় আজ তাহার খিলানের পাথর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। * * * সকলেই বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্ম স্থান হইতে একবারে চিহ্নহীন হইয়া লোপ হইয়াছে, "Stamped out of the Soil" হইয়াছে বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করেন। আমার ধারণা তাহা হইতে পারে না। * * * * যাহা হউক এই গ্রন্থখানি আমার মত সমর্থনের অতি সুন্দর সোপান স্বরূপ হইল।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা ; বঙ্গাব্দ ১৩০৬।)